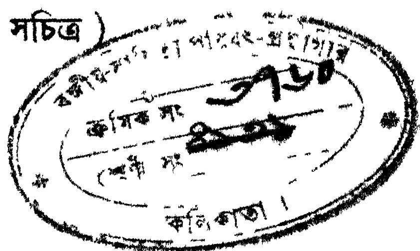
७९६०

७९६०

অডিসির গল্প।

(সচিত্র)



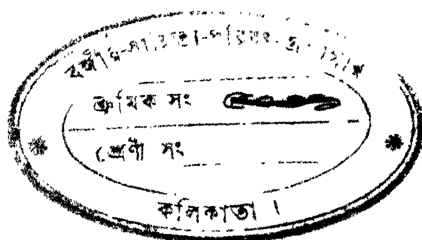
কর্ম্মবীর প্যারীচরণ সরকার, মহাত্মা কালীকৃষ্ণ মিত্র,
কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির জীবনচরিত লেখক

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি, এ,
প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীঅনিলেন্দ্র নাথ সিংহ,
২০ নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা।
১৩২৬ সাল।

মূল্য আট আনা।

PRINTER G. C. NEOGI,
NABABIBHAKAR PRESS,
91-2, *Machuabazar Street, Calcutta.*



বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক কোনও ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ নহে। 'অডিসি' মহাকাব্যের ইংরাজি অনুবাদ, সমালোচনা ও গল্প বিষয়ে বিবিধ পুস্তক অবলম্বনে, এদেশীয় সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা সাধ্যমত সরল করিয়াছি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণকে পাশ্চাত্য-সাহিত্যের অনুশীলনে সহায়তা করিবে বলিয়া ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলির ইংরাজি উচ্চারণ যথাসম্ভব রক্ষা করিয়াছি। শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য নামগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ একটী বর্ণানুক্রমিক তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই পুস্তকে যে কয়খানি চিত্র দেওয়া হইল, সে গুলি সমস্তই সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন চিত্রকর ফ্ল্যাক্সম্যান্ সাহেবের রেখা-চিত্রের অনুকৃতি।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩২১। }

শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ।

উপহার



সুহৃদ্বর

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ সরকার এম, এ,

করকমলেষু—

সূচীপত্র।

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	
অডিসি কি ?	১
ইউলিসিজ্ কে ?	৩
গল্প	
অশুভ যাত্রা	১১
সিকন্‌দের প্রতিহিংসা	১২
পদ্মভোজীদের ঘুম	১২
একচক্ষু সাইক্লপস্	১৪
পলিফিমাসের দান	১৭
ইউলিসিজের প্রতিশোধ	১৭
ইউলাসের ঝড়বাতাসের থলি	১৯
লিষ্ট্রিগণ্‌দের নরমাংস ভোজ	২১
সার্সির মায়া	২৩
প্রেতপুরীর পথ	২৯
প্রেতাত্মাদের তৃষা	২৯
টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যৎ-বাণী	৩০
প্রেতাত্মাদের সুখ দুঃখ	৩১
ট্যাণ্টালাস্ ও সিসাইফাস্	৩৩
কিন্নরকণ্ঠী সাইরেন্	৩৫
রাক্ষসী সিল্লা ও ক্যারিব্‌ডিজ্	৩৭
অ্যাপোলোদেবের বৃষ	৩৯
ক্যালিপ্সোদেবীর ভালবাসা	৪২
লউকোথিয়া দেবীর ওড়না	৪৬
রাজকুমারী নসিকা	৪৮
নসিকার বিবাহের স্বপ্ন	৪৮
ফিয়েসিয়ান্‌দের নৌ-বিদ্যা	৫১
রাজা অ্যালসিনোয়াস্ ও রাণী অ্যারিটী	৫২
গায়ক ডেমোডোকাস্	৫৪
ফিয়েসিয়ানদের খেলা	৫৫
ফিয়েসিয়ানদের নৃত্য	৫৬
নসিকার বিদায়-সম্ভাষণ	৫৭
ইউলিসিজের আত্মপরিচয় দান	৫৮
ফিয়েসিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ	৬০
ইথাকায় প্রত্যাবর্ত্তন	৬১
পূর্ব্ব ইতিহাস	৬২
পেনেলোপীর বস্ত্রবয়ন	৬২
টেলিমেকাসের স্পার্টায় যাত্রা	৬৪
মিনার্ভাদেবীর উপদেশ	৬৫
প্রভুভক্ত ইউমিয়াস্	৬৬
টেলিমেকাসের প্রত্যাবর্ত্তন	৬৮
পিতাপুত্রে	৬৯
বিশ্বাসঘাতক মেলান্‌থাস্	৭২
ইউলিসিজের বাটী	৭৩
প্রভুভক্ত কুকুর	৭৪
ইউলিসিজের ভিক্ষা	৭৫

	পৃষ্ঠা
অ্যাণ্টিনোয়াসের টুল ছোড়া	৭৬
ইউরিমেকাসের আশা	৭৭
পেনেলোপীর উপহার প্রার্থনা	৭৮
আইরাসের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ	৭৯
শত্রুবধের উদ্যোগ	৮১
পেনেলোপীকে আশ্বাসদান	৮১
ধাত্রী ইউরিক্লিয়া	৮২
শত্রুবধের পূর্ব্বরাত্রি	৮৩
ইউলিসিজের ধনু	৮৪
যুবকদের শক্তিপরীক্ষা	৮৫
বিশ্বাসী ফিলেইটিয়াস্	৮৭
ভিখারীর স্পর্দ্ধা	৮৮
লক্ষ্যবেধ	৮৯
অ্যাণ্টিনোয়াস্ বধ	৮৯
ইউলিসিজের আত্মপ্রকাশ	৯০
শত্রুবধ	৯১
শাস্তিদান	৯২
পেনেলোপীর সন্দেহ	৯৩
সন্দেহভঞ্জন	৯৫
মিলন	৯৭
বৃদ্ধ লেয়ার্টিজ	৯৭
যুদ্ধ শান্তি	৯৮
শেষ কথা	৯৮

চিত্র সূচী

	পৃষ্ঠা
ইউলিসিজ্ ও পলিফিমাস্	১৭
লিষ্ট্রিগণ্‌দের রাজা ও রাণী	২২
সার্সির ভবনে ইউলিসিজ্	২৭
ইউলিসিজ্ ও প্রেতগণ	২৯
সাইরেন্‌দের গান	৩৬
[illegible]	৩৯
রাজকুমারী নসিকা	৪৯
অন্ধ ডেমোডোকাসের গীত	৫৯
ধাত্রী ইউরিক্লিয়া	৮৩
ইউলিসিজের শত্রুবধ	৯১



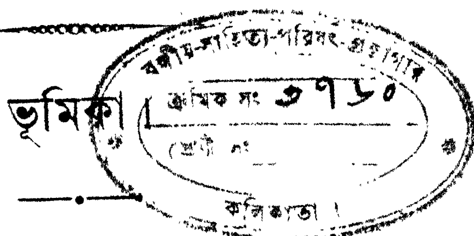


ডেমোডোকসের গান শুনিয়া ইউলিসিস কাঁদিতেছেন। (১৪-পৃঃ)

Engraved & Printed by The Fine Art Printing Syndicate Calcutta.

অডিসির গল্প।

ভূমিকা।



অডিসি কি?

প্রাচীনকালে এসিয়ামাইনরের পশ্চিমতীরে ট্রয় নামে এক নগর ছিল। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেই ট্রয় নগরের রাজা প্রায়ামের প্যারিস নামে এক পুত্র গ্রীস দেশের স্পার্টা নগরের রাজা মেনেলসের পরমা সুন্দরী স্ত্রী হেলেনকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে গ্রীস দেশের লোকদের সঙ্গে ট্রয় নগরবাসীদের দশ বৎসর ধরিয়া মহাযুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জয়ী হইয়া গ্রীক্‌রা যখন হেলেনকে উদ্ধার করিয়া ট্রয় হইতে দেশে ফিরিতেছিল, সেই সময়ে ইউলিসিজ্ (গ্রীক নাম ওডিসিউজ্) নামে তাহাদের একজন প্রধান বীরের জাহাজ গ্রীসের দিকে না গিয়া ঝড় তুফানে আফ্রিকার উত্তর উপকূলে গিয়া পড়ে। তখনকার জাহাজ এখনকার বড় নৌকার

মত ছিল, পাল তুলিয়া বাতাসের জোরে চলিত, নহিলে দাঁড় টানিয়া চালাইতে হইত। সেই জন্য সে কালে সমুদ্র-যাত্রায় দেরীও যেমন হইত, জাহাজ ডুবি হইবার ভয়ও তেমনি বেশী ছিল। ইউলিসিজ কত অজানা দেশে অদ্ভুত লোকদের মধ্যে যাইয়া নানা রকম ভয়ানক বিপদে পড়েন। কোনও কোনও দেশের লোকরা মানুষ খাইত। ইউলিসিজের সেই অপূর্ব্ব সমুদ্রযাত্রার ও তাঁহার জীবনের নানা আশ্চর্য্য ঘটনার কথা ইউরোপের কবিগুরু হোমার তাহার ভুবন-বিখ্যাত 'অডিসি' নামক মহাকাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি প্রায় তিন হাজার বৎসর ধরিয়া নানা দেশের কবিরা সেই সকল কথা লইয়া কত গীত, গল্প, কাব্য, নাটকাদি লিখিয়া আসিতেছেন, তাহা বলা যায় না। সে কালের অডিসি না থাকিলে এ কালের অনেক ভাল ভাল গল্প হয়ত লেখাই হইত না। বিখ্যাত চিত্রকরেরা ও ভাস্করেরাও সেই সব কাহিনী ছবিতে আঁকিয়া, পাষাণে খোদিত করিয়া, ধাতুতে মূর্ত্তি গড়িয়া, যেন চির নূতন করিয়া রাখিয়াছেন।

ইউলিসিজ্ কত বড় বীর ও কি রকম চতুর ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তাঁহা হোমারের ইলিয়াড নামে আর একখানি মহাকাব্য পড়িলে জানিতে পারা যায়। আমাদের যেমন্ রামায়ণ ও মহাভারত, পাশ্চাত্য দেশে

তেমনি ইলিয়াড ও অডিসি। এ দুই খানি কাব্যের তুলনা নাই। ইলিয়াড ট্রয়যুদ্ধের আর অডিসি ইউলিসিজের (ওডিসিউজের) কাহিনী। ইলিয়াডে অনেক বড় বড় বীরের কথা আছে ; অডিসিতে কেবল ইউলিসিজের কথা। কিন্তু ইউলিসিজ্ একাই একশ'। সে কালে বীরের অভাব ছিল না, কিন্তু ইউলিসিজের মত নানা ফন্দিবাজ বীর, সকল দিকে 'চৌকস' নায়ক আর কোন কাব্যে নাই। অডিসির গল্প বলিবার আগে ইউলিসিজের একটু পূর্ব্ব পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

ইউলিসিজ কে ?

গ্রীস দেশের নিকট ইথাকা নামে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, ইউলিসিজ্ ছিলেন সেই ইথাকা দ্বীপের রাজা। যখন ট্রয় যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন তাঁহার পিতা, বৃদ্ধ লেয়ার্টিজ্, রাজ্যভার তাঁহাকে দিয়া নিজে শান্তিতে বাস করিতেছিলেন, ইউলিসিজের মাতা আণ্টিক্লিয়াও তখন জীবিতা ছিলেন, এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ইউলিসিজ্ সুন্দরী পেনেলোপীকে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছেন ও তাঁহার সবে মাত্র একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। তাঁহাদের ছাড়িয়া দূরদেশে যুদ্ধে যাইতে প্রথমে ইউলিসিজের ইচ্ছা ছিল না। সেই জন্য গ্রীসের

অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে ট্রয়সমরে যাইতে ইউলিসিজকে আহ্বান করিলে তিনি যেন পাগল হইয়াছেন এইরূপ ভাণ করিয়াছিলেন। রাজা মেনেলসের দূত প্যালামিডিজ্ ইথাকায় গিয়া দেখেন. ইউলিসিজ্ লাঙ্গলে একটা গরুর সঙ্গে একটা ঘোড়া জুতিয়া, বীজের বদলে লবণের ডেলা ছড়াইয়া, ক্ষেতে না গিয়া সমুদ্রে তীরে যাইয়া এক মনে হলচালনা করিতেছেন। চতুর প্যালামিডিজ্ সেই সময়ে ইউলিসিজের শিশুপুত্র টেলিমেকাসকে লইয়া গিয়া লাঙ্গলের সামনে শোয়াইয়া দিতেই,ইউলিসিজ্ একটু পাশ কাটাইয়া লাঙ্গল টানিলেন—পাছে ছেলের গায়ে আঘাত লাগে। তাহাতেই প্যালামিডিজ্ তাঁহার পাগলামীর ছল ধরিয়া ফেলিলেন ও তিনি পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছিলেন সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। হেলেনের সঙ্গে যখন মেনেলসের বিবাহ হয়, তখন ইউলিসিজ্ ও গ্রীসের আর যে সমস্ত রাজারা হেলেনকে বিবাহ করিবার আশায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হেলেনের পিতার নিকট শপথ করিয়া আসেন যে, যদি কেহ কখনও হেলেনের উপর অত্যাচার করে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবেন। এখন ইউলিসিজ্ সেই সত্য ভাঙ্গিতে পারিলেন না। কাজেই তাঁহাকে যুদ্ধে যাইতে হইল।

যুদ্ধে যাইয়া কিন্তু ইউলিসিজ্ স্বদেশের ও স্বজাতির মান রাখিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিতে গ্রীকরা অনেক শঙ্কট হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। যে সব কঠিন কায অপরের অসাধ্য, ইউলিসিজ তাহা সাধন করিয়াছিলেন। সেই সব কঠিন কাযের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর কথা বলিতেছি। গ্রীকদের মধ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর অ্যাকিলিজ্ প্রথমে যুদ্ধে আসিতে চাহেন নাই। অ্যাকিলিজ্ও ইউলিসিজের মত হেলেনকে রক্ষা করিতে পূর্ব্ব হইতে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অ্যাকিলিজ জানিতে পারিয়াছিলেন যে যুদ্ধে যাইলে তাঁহার মরণ নিশ্চিত। সেই জন্য যুদ্ধে যাইতে হইবে না বলিয়া তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া সাইরসের রাজা লাইকোমিডিজের কন্যাদের কাছে গিয়া লুকাইয়া ছিলেন। এ দিকে গ্রীকেরা জানিতেন অ্যাকিলিজ্ যুদ্ধে না যাইলে তাঁহাদের হারিতে হইবে। সুতরাং অ্যাকিলিজ্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিয়া যুদ্ধে আনিতেই হইবে। ইউলিসিজ্ সেই কাযের ভার লইয়াছিলেন। তিনি সন্ধান লইয়া গহনা ও অস্ত্র বেচিবার ছলে সাইরসের রাজ-অন্তঃপুরে ছদ্মবেশী অ্যাকিলিজের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অ্যাকিলিজ্ অন্যান্য স্ত্রীলোকদের মত গহনা পছন্দ না করিয়া অস্ত্র কিনিতেই ইউলিসিজ্ তাঁহার

ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিলেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া অ্যাকিলিজ্‌কে যুদ্ধে আসিতে হইল।

গ্রীকরা ট্রয় নগর অবরোধ করিলে নানা দেশের রাজারা ট্রোজান্‌দের সাহায্য করিতে আসিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে থ্রেস দেশের রাজা রিসাস্ একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। ট্রোজান্‌দের সাহায্য করিতে আসিয়া তিনি ট্রয়নগরের বাহিরে শিবির পাতিয়াছিলেন। রিসাস্ ট্রোজানদের দলে যোগ দিয়া যুদ্ধ করিলে তাহাদের হারান কঠিন হইয়া উঠিত। ইউলিসিজ্ ডায়োমিডিজ্ নামে গ্রীকদের আর এক জন প্রধান বীরের সঙ্গে এক দিন রাত্রে রিসাসের শিবিরে গিয়া নিদ্রিত সেনাদের সঙ্গে রিসাস্‌কে বধ করিয়া গ্রীকদের সে যাত্রা রক্ষা করেন।

নয় বৎসর যুদ্ধ করিয়াও যখন গ্রীকরা ট্রয় জয় করিতে পারিল না, তখন তাহারা জানিতে পারিল যে, ট্রোজানদের বাস্তুদেবী মিনার্ভার মূর্ত্তি ট্রয় নগরে থাকিতে ট্রোজানদের কেহ হারাইতে পারিবে না। সেই মিনার্ভামূর্ত্তি হরণ করিয়া আনিতেই হইবে, কিন্তু শত্রু পুরীতে যাইয়া কে সেই দুঃসাহসিক কায করে? এবারেও ইউলিসিজ্ ডায়োমিডিজের সঙ্গে যাইয়া শত্রুদের চক্ষে ধূলা দিয়া সেই দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসেন। গ্রীকরা জানিতে পারিয়াছিল যে পৌরাণিক বীর

হার্কিউলিজের তীর দিয়া না মারিলে তাহাদের প্রধান শত্রু প্যারিস কিছুতেই মরিবে না। হার্কিউলিজ্ মৃত্যুকালে সেই তীর তাঁহার বন্ধু ফাইলক্টেটিজের কাছে রাখিয়া যান। ফাইলক্টেটিজ্‌কে গ্রীকরা যুদ্ধে আসিবার জন্য ডাকিয়া আনে, কিন্তু তাঁহার পায়ে একটা দুর্গন্ধ ক্ষত (কুষ্ঠ) ছিল বলিয়া তাঁহাকে গ্রীকরা ন্যামোস দ্বীপে ফেলিয়া রাখিয়া আসে; দশ বৎসর যুদ্ধের পরও যখন জয় হইল না, তখন দায়ে পড়িয়া ফাইলক্টেটিজের খোঁজ পড়িল। কিন্তু ফাইলক্টেটিজ দারুণ অভিমান করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তখন যুদ্ধে আনা সহজ নয়। ইউলিসিজকে গ্রীকরা সেই কাযের ভার দিল। ইউলিসিজ্ কিছুতেই হটিবার লোক ছিলেন না। তিনি যাইয়া ফাইলক্টেটিজ্‌কে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া যুদ্ধ স্থলে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। ফাইলক্টেটিজ্ আসিলে তবে হারকিউলিজের তীর মারিয়া প্যারিসকে বধ করা হয়।

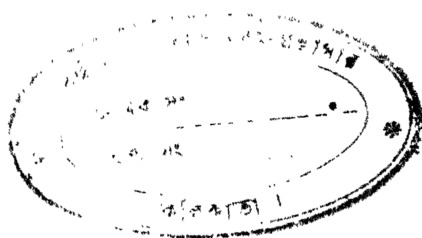
ট্রয় যুদ্ধের শেষ কীর্ত্তিই ইউলিসিজের বড় কীর্ত্তি। যখন যুদ্ধে জয়ী হইয়াও গ্রীকেরা কিছুতেই ট্রয় নগর অধিকার করিতে পারিল না, তখন ইউলিসিজ্ বিখ্যাত "ট্রোজান ঘোড়ার" ফিকির বাহির করিলেন। তিনি একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া তৈয়ারী করিয়া

তাহার ফাঁপা পেটের মধ্যে জনকতক বাছাই করা যোদ্ধাদের লইয়া লুকাইয়া রহিলেন। এদিকে গ্রীকরা সেই অশ্বমূর্ত্তিকে নগরের মধ্যে মিনার্ভাদেবীর কাছে বলি দিবার জন্য লইয়া যাইতে ট্রোজান্‌দের অনুরোধ করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে তাহারা আর যুদ্ধ করিবে না দেশে ফিরিয়া চলিল। গ্রীকদের সত্য সত্যই জাহাজে উঠিতে দেখিয়া ট্রোজানরা কুবুদ্ধি করিয়া সেই কাঠের ঘোড়াকে নগরের মধ্যে লইয়া যাইল। রাত্রে ইউলিসিজ্‌ সঙ্গীদের সঙ্গে সেই কাষ্ঠের অশ্বের ভিতর হইতে বাহির হইয়া নগরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং গ্রীক্‌ সৈন্যদের নগরে প্রবেশ করাইয়া ঘুমন্ত ট্রোজান্‌দের হত্যা করিয়া নগরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। শেষে তিনি হেলেনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া আনিয়া মেনেলসের হাতে সঁপিয়া দিলেন।

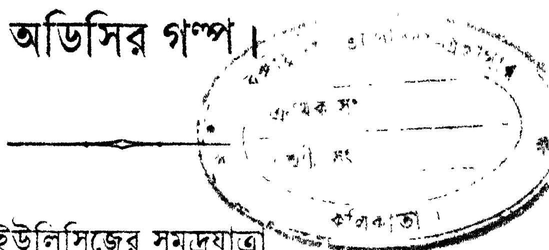
এই সকল কীর্ত্তির জন্য ইউলিসিজ্‌কে সমস্ত গ্রীক্‌ সৈন্য ধন্য ধন্য করিত। তিনি একদিকে যেমন চতুর-চূড়ামণি ছিলেন, অন্য দিকে আবার তেমনি একজন মহারথী ছিলেন। শরসন্ধানে তিনি, গ্রীক্‌দের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছোট অ্যাজাক্স ও টিউসারের সমকক্ষ ছিলেন; দৌড়ানতে অ্যাকিলিজ্‌ ছাড়া আর কেহই তাঁহার সঙ্গে পারিত না এবং মল্লযুদ্ধে তাঁহার এমন কৌশল জানা ছিল যে গ্রীকদের প্রধান মল্লবীর বড় অ্যাজাক্সকেও তিনি

পরাজিত করেন। বীরশ্রেষ্ঠ অ্যাকিলিজের মৃত্যু হইলে তাঁহার বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্র কোন্ বীরকে দেওয়া হইবে এই কথা উঠিলে, সমস্ত গ্রীক্‌সৈন্য একমত হইয়া ইউলিসিজ্‌-কেই সেই মহারথীর অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সম্মানিত করে।

ইউলিসিজ্ কে ও কি রকম লোক ছিলেন তাহা শুনিলে, এইবার তোমাদের অডিসির গল্প বলিতেছি।



অডিসির গল্প।



ইউলিসিজের সমুদ্রযাত্রা

ও

বিপদের কাহিনী।

অশুভ যাত্রা।

ট্রয় ধ্বংস হইলে গ্রীসদেশের রাজারা যখন আপন আপন সৈন্য সামন্ত লইয়া দেশে ফিরিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের সঙ্গে ইউলিসিজ্‌ও ট্রয় নগর হইতে লোকজন লইয়া নিজের বারখানি জাহাজে উঠিলেন। স্বদেশ ইথাকা দ্বীপে ফিরিয়া যাওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সমুদ্রযাত্রায় কিছু আবিষ্কারের ও দিগ্বিজয়ের ইচ্ছাও যে ছিল না এমন নহে। সাগরের উপর দিয়া কিছুদূর যাইতেই ইউলিসিজের জাহাজগুলি অন্যান্য রাজাদের জাহাজের সঙ্গে ছাড়া ছাড়ি হইয়া যাইল।

সিকনদের প্রতিহিংসা।

ইউলিসিজের জাহাজ প্রথমে থ্রেস্‌দেশের তীরে সিকনদের দেশে গিয়া পৌঁছিল। সেখানে ইউলিসিজ্‌ লোকজন নামাইয়া নগর লুঠ করিলেন ও স্ত্রীলোকদের দাসী করিবার জন্য ধরিয়া আনিলেন। দিনের আলোতে সিকনরা গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে পারিয়া উঠিল না, কিন্তু রাত্রি হইতেই তাহারা প্রতিবাসী সিকনদের ডাকিয়া আনিয়া গ্রীকদের আক্রমণ করিল। গ্রীকরা তখন সমুদ্রতীরে বসিয়া লুঠ-করা মদ্য ও গোমাংস খাইতেছিল। অন্ধকারে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়াতে গ্রীকরা হারিয়া গেল ও সিকনরা তাহাদের জাহাজে তাড়াইয়া দিল। গ্রীকদের ছয়জন ভাল ভাল লোক পিছাইয়া পড়িয়াছিল। সিকনরা তাহাদের মারিয়া ফেলিল। ইউলিসিজ সঙ্গীদের শোকে হায় হায় করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি দেখিলেন যে আর সেখানে থাকিলে রক্ষা নাই। তিনি বাকি লোকজন লইয়া তাড়াতাড়ি জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন।

পদ্মভোজীদের ঘুম।

অল্পদূর না যাইতেই দেবরাজ জুপিটার এমন ঝড় তুলিলেন যে ঝড়তুফানের বেগে ইউলিসিজের জাহাজ-

গুলি গ্রীসে যাইবার পথ থেকে অনেক দূরে গিয়া পড়িল। এগার দিন ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ইউলিসিজ্ সন্ধ্যার সময় একদেশে গিয়া উঠিলেন। সে দেশের জলে স্থলে আকাশে যেন একটা আলস্যের ভাব ছড়াইয়া আছে। সে দেশের লোকরা কোন কায কর্ম্ম করে না, কেবল "ভাঙ্গে পদ্মকলি ভাঙ্গে পদ্মনাল,

ঢালে পদ্ম মধু পূর্ণ করি গাল,

ভখয়ে সুরস নবীন মৃণাল।"

ইউলিসিজ্ তিনজন লোককে দেশের ভিতরে কি আছে দেখিতে পাঠাইলেন। সেই "কমল বিলাসী"দের দেখা-দেখি ইউলিসিজের লোকরা প্রাণ ভরিয়া পদ্মের শাঁস ও মধু খাইয়া অলস হইয়া পড়িল। একজন বলিয়া উঠিল 'আমাদের দেশ অনেক দূরে—সাগরের পারে—আর আমরা ঘুরে ঘুরে সেখানে যেতে পারি না', অমনি আর দুজনে ধীরে ধীরে ধূয়া ধরিল 'আমরা আর দেশে যাব না।' ক্রমে সেই দেশের আধ আলো ও আধ ছায়ায় বসিয়া তাহারা নিজেদের অতীত কথা ও পরে কি হইবে সে ভাবনা ভুলিয়া গেল ও সারা দিন রাত কত কি সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ঘুমঘোরে ঢুলিতে লাগিল। তাহারা ফিরিয়া আসে না দেখিয়া ইউলিসিজ্ গিয়া তাহাদের টানিয়া আনিয়া জাহাজে তুলিলেন। এই কথা

লইয়াই ইংরাজ কবিবর টেনিসন "লোটাস্ ইটার্স" এবং আমাদের মহাকবি হেমচন্দ্র "কমল বিলাসী" নামক কবিতা লিখিয়াছেন।

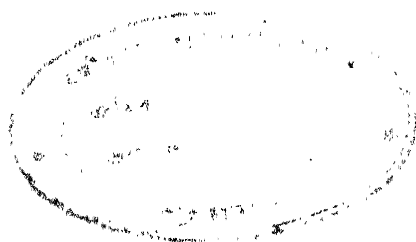
একচক্ষু সাইক্লপস্।

পদ্মভোজীদের দেশ হইতে ইউলিসিজ সাইক্লপস্-দের দেশে গিয়া পৌঁছিলেন। সাইক্লপস্রা চাষ বাস জানে না ও তাহাদের নৌকা নাই যে এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যাইবে। সেই জন্য তাহাদের দেশের কাছেই একটী ছোট দ্বীপে অনেক ছাগল চরিয়া বেড়াইতেছিল, কেহ তাহাদের ধরিতে আসিত না। গ্রীকরা সেই দ্বীপে উঠিয়া তীর ছুড়িয়া কয়েকটা ছাগ মারিয়া খাইল। দেশের ভিতরে যাইলে পাছে কোন নূতন বিপদ ঘটে এই ভয়ে ইউলিসিজের সঙ্গীরা তাঁহাকে সেই খান থেকে জাহাজ ছাড়িয়া দিতে বলিল। ইউলি-সিজ কিন্তু দেশের ভিতরে কি আছে না দেখিয়া যাইতে কিছুতেই রাজি হইলেন না। সকলকে বিপদে ফেলিবার ভয়ে তিনি কেবল নিজের জাহাজখানি ও সেই জাহাজের নাবিকদের লইয়া ভিতরের দ্বীপে গিয়া উঠিলেন। দূর হইতে তিনি সাগরের তীরে পর্ব্বতের ধারে একটা গুহার মধ্যে এক জন সাইক্লপস্কে ঘুমাইতে দেখিতে

পাইলেন। তাহার পাহাড়ের মত প্রকাণ্ড শরীর ও কপালের মাঝখানে একটা মাত্র চক্ষু। সে জলদেব নেপচুনের পুত্র, তাহার নাম পলিফিমাস্। পরদিন সকালে ইউলিসিজ্ এক মোশক মদ ও নাবিকদের মধ্যে বাছাই-করা বার জন লোককে লইয়া পলিফি-মাসের গুহার দিকে যাইলেন। গুহার উপরের পাহাড়টা লতায় ঢাকা ও সামনের অনেকখানি জায়গা বড় বড় পাথর দিয়া প্রাচীরের মত ঘেরা। সেখানে অনেক ছাগী ও ভেড়ী ঘেরা জমিতে চরিয়া বেড়াইতেছে। গুহার মধ্যে জালা জালা দুধ দই ও ঝোড়া ঝোড়া ছানা ননী রহিয়াছে ও এক ধারে অনেক ছাগশিশু ও মেষ শাবক বাঁধা রহিয়াছে। ইউলিসিজের সঙ্গীরা বলিল "এস আমরা ছাগল ছানা ও ভেড়ীর ছানা গুলোকে ছেড়ে দিয়ে ননীর ঝোড়াগুলো নিয়ে জাহাজে গিয়ে উঠি।" ইউলিসিজ্ কিন্তু সে কথায় কান দিলেন না, তিনি বলিলেন যে, দৈত্য আসিলে তাহার কাছ থেকে অতি-থির প্রাপ্য দান লইয়া তবে তিনি যাইবেন।

কিছুক্ষণ পরে এক বোঝা কাঠ মাথায় করিয়া সাইক্লপস্ আসিল। সেই প্রকাণ্ড কাঠের বোঝা সে এমনি জোরে মাটিতে ফেলিল যে সেই শব্দে গুহা কাঁপিয়া উঠিল। গ্রীকরা ভয়ে গুহার মধ্যে গিয়া

লুকাইল। সাইক্লপস্ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালিতেই গ্রীকদের দেখিতে পাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল "তোরা কি জল দস্যু?" তাহার গলার ভয়ানক স্বর শুনিয়াই ইউলিসিজের সঙ্গীরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। ইউলিসিজ সাহসে ভর করিয়া বলিলেন "আমরা গ্রীক, ট্রয় থেকে ফেরবার সময় ঝড়ে এখানে এসে পড়েছি। আমরা তোমার অতিথি, আমাদের কি দান দেবে দাও, নাহলে অতিথিদের রক্ষাকর্ত্তা জুপিটারের রাগে পড়বে, এটা মনে রেখো।" পলিফিমাস বলিল "রেখে দে তোদের জুপিটার, আমরা সাইক্লপস্, আমরা দেবতাদের ভয় করি না। এখন ঠিক করে বল্ তোদের জাহাজ কোথা রেখে এসেছিস।" ইউলিসিজ্ বুঝিতে পারিলেন পলিফিমাস তাঁহার জাহাজখানি কাড়িয়া লইবার ফিকিরে আছে, তিনি বলিলেন "নেপচুন রাগ করে পাহাড়ে আছড়ে আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে দিয়েছেন।" পলিফিমাস কোন উত্তর না দিয়া ইউলিসিজের দুইজন নাবিককে আছাড় দিয়া মারিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া এক জালা দুধের সঙ্গে খাইয়া ফেলিল। পরে বাইশখানা গাড়ির বোঝাই হইতে পারে এমন একখানা প্রকাণ্ড পাথর গুহার মুখে চাপা দিয়া ঘুমাইতে লাগিল। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সে ইউলিসিজের আর দুইজন





ইউলিসিস পলিফিমাস্‌কে মদ্যপান করাইতেছেন। (১৭ পৃষ্ঠা)

...ed & Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta

লোককে খাইয়া মেষ চরাইতে যাইল। সাইক্লপস্ চলিয়া যাইলে, গুহার মধ্যে যে একটা মাস্তুলের মত কাঠ পড়িয়াছিল ইউলিসিজ্ সেইটাকে ধরাধরি করিয়া বাহির করিলেন ও সেই কাঠের একটা অগ্রভাগ খোঁচার মত সরু করিয়া কাটিয়া লুকাইয়া রাখিলেন।

পলিফিমাসের দান।

রাত্রে পলিফিমাস্ গুহায় ফিরিলে, ইউলিসিজ্ মোশকে করিয়া যে মদ আনিয়াছিলেন তাহা তাহাকে খাইতে দিলেন। পলিফিমাস্ মদ খাইয়া ভারি খুসী হইল। সে ইউলিসিজ্‌কে বলিল "তোর নাম কি বল।" ইউলিসিজ্ উত্তর দিলেন "আমার নাম মানুষ-না।" পলিফিমাস্ বলিল "মানুষ-না, তোর ওপর আমি ভারি খুসী হয়েছি। তোর আর আমি কি উপকার করব, তোকে আমি সব শেষে খাব। তুই যে অতিথির দান চেয়েছিলি,—এই আমার দান।" এই কথা বলিয়া পলিফিমাস্ মদের নেশায় ঘুমাইয়া পড়িল।

ইউলিসিজের প্রতিশোধ।

পলিফিমাস্ ঘুমাইতেই ইউলিসিজ্ সঙ্গীদের সঙ্গে ধরাধরি করিয়া সেই মাস্তুলের মত কাঠটা বাহির করিয়া

তাহার সরু দিকটা পোড়াইয়া লাল করিয়া লইলেন। পরে সেটাকে ধরিয়া তুলিয়া, সেই আগুনে পোড়া লাল দিকটা পলিফিমাসের কপালের মাঝখানের একমাত্র চোখের ভিতর গুঁজিয়া দিয়া ঘুরাইয়া, তাহাকে অন্ধ করিয়া দিলেন। সে যাতনায় চীৎকার করিয়া একটানে সেই কাঠটা চক্ষু হইতে বাহির করিয়া ফেলিল ও প্রতিবাসী সাইক্লপস্‌দের হাঁক দিয়া ডাকিল। তাহারা আসিয়া পলিফিমাস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল "অত চেঁচাচ্ছিস্ কেন ? তোকে কি কেহ মেরে ফেলতে এসেছে নাকি ?" পলিফিমাস্ বলিল "আমাকে যে মেরেছে সে মানুষ-না।" সাইক্লপস্‌রা মনে করিল যখন তাহাকে কোন মানুষে মারে নাই তখন হয়ত কোন দেবতায় মারিয়াছে। তাহারা বলিল "তাহ'লে আমরা কিছু কর্‌তে পারব না। তোর বাবা নেপচুন্‌কে ডাক।" এই কথা বলিয়া সাইক্লপস্‌রা চলিয়া গেল। পলিফিমাস্ হাতড়াইয়া গিয়া গুহার মুখ আটক করিয়া বসিয়া রহিল। প্রতিদিন সকাল হইলে সে যেমন ভেড়াদের চরিতে ছাড়িয়া দিত, পরদিন প্রাতেও সে সেই রকম ভেড়াদের ছাড়িয়া দিল। সেই সময়ে ইউলিসিজ্ তাঁহার সঙ্গীদিগকে, ভেড়াদের পেটের তলায় বাঁধিয়া, বাহির করিয়া দিলেন ও শেষে নিজে একটা বড় ভেড়ার পেটের লোম ধরিয়া ঝুলিয়া বাহির

হইয়া যাইলেন। পলিফিমাস্ ভেড়াদের পিঠে হাত দিয়া দেখিয়া ছাড়িয়া দিল, কিছুই ধরিতে পারিল না।

সঙ্গীদের লইয়া জাহাজে উঠিয়া ইউলিসিজ্ চীৎকার করিয়া বলিলেন "পলিফিমাস্ কেমন জব্দ করেছি। আমি কে জানিস ? আমি ইউলিসিজ্।" এই কথা বলি-য়াই ইউলিসিজ্ জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সাইক্লপস্ শব্দ লক্ষ্য করিয়া বড় বড় পাথর ছুড়িতে লাগিল। একখানা পাথর লাগিয়া জাহাজের হালের খানিকটা ভাঙ্গিয়া গেল, আর একটু হইলেই জাহাজ গুঁড়া হইয়া যাইত। ইউলিসিজ্ নাবিকদের জোরে দাঁড় টানিতে বলিয়া কোন রকমে সাইক্লপস্‌দের হাত থেকে পরিত্রাণ পাইলেন।

ইওলাসের ঝড়-বাতাসের থলি।

সাইক্লপস্‌দের দেশ হইতে ইউলিসিজ্ সঙ্গীদের সঙ্গে লইয়া একটী দ্বীপে গিয়া উঠিলেন; দ্বীপটির চারিদিক অষ্টধাতুর প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সে দ্বীপে বাতাসের রাজা ইওলাসের বাস। তিনি সেই দ্বীপের একটী গুহার মধ্যে সব ঝড়-বাতাস পূরিয়া বদ্ধ করিয়া রাখি-তেন। সেই ইওলিয়ান দ্বীপে রাজা ইওলাস্ যত্ন করিয়া ইউলিসিজ্‌কে আশ্রয় দিলেন। তাঁহারা ট্রয়

যুদ্ধ হইতে ফিরিতেছেন শুনিয়া, ইওলাস্ ইউলিসিজ্‌কে ট্রয় যুদ্ধের শেষে কি হইল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেই মহাযুদ্ধের কথা ব্যগ্র হইয়া শুনিতে লাগিলেন। রাজা ইওলাস্ সন্তুষ্ট হইয়া গ্রীক্‌দের একমাস আদর করিয়া রাখিলেন। পরে বিদায় দিবার সময় তিনি পশ্চিম দিকের বায়ু ছাড়া আর সমস্ত ঝড়-বাতাস একটা চামড়ার থলিতে পূরিয়া, সেই থলিটার মুখ রূপার দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, সেই থলিটা ইউলিসিজের হাতে দিলেন। ইউলিসিজ্‌কে তিনি থলিটা খুব সাবধানে রাখিতে বলিয়া দিলেন। ইউলিসিজের জাহাজগুলি ছাড়িতেই কেবল পশ্চিমে বাতাস বহিতে লাগিল। সেই সুবাতাসে জাহাজগুলি নয় দিনের মধ্যে ইথাকা দ্বীপের এত কাছে আসিয়া পড়িল, যে গ্রীক্‌রা তরীর উপর হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতে লাগিল, যে তীরের উপরে লোকেরা আগুন জ্বালাইয়া বসিয়া আছে। ইউলি-সিজের লোক জন শীঘ্রই গৃহে পঁহুছিবার আশায় আনন্দ করিতে লাগিল। ইউলিসিজ্ এতদিন সেই বাতাস পোরা থলিটা সারা দিন রাত নিজে হাতে করিয়া বসিয়া ছিলেন। এখন দেশের কাছে আসিয়া তিনি ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গীরা ভাবিয়াছিল সেই থলিটাতে নিশ্চয়ই ধনরত্ন আছে, তাই তিনি সেটাকে

অত সাবধানে রাখিয়াছেন। তাহারা লোভে পড়িয়া সেই সুযোগে থলিটা সরাইয়া লইয়া খুলিয়া ফেলিল। থলিটা খুলিতেই যত ঝড়-বাতাস ছাড়া পাইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল ও নিমেষের মধ্যে জাহাজগুলাকে অনেক দূরে লইয়া গিয়া ফেলিল। ঝড়ের শব্দে ইউলিসিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ধড়্ফড়্ করিয়া উঠিয়া দেখেন তাঁহার সঙ্গীরা কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তিনি কি করিবেন, আবার তরী বাহিয়া রাজা ইওলাসের কাছে গেলেন ও মিনতি করিয়া সঙ্গীদের দুর্ব্বুদ্ধির কথা বলিয়া ইওলাস্কে আর একবার অনুগ্রহ করিতে কহিলেন। ইওলাস্ কিন্তু আর দয়া করিলেন না, তিনি বলিলেন "তোর কপালে দেখছি ঢের দুঃখ আছে, তোর মত হতভাগ্যকে দয়া করতে নেই! যা নরাধম এখান থেকে দূর হ।"

লিষ্ট্রিগণ্দের নরমাংস ভোজ।

ইউলিসিজ্ আর কি করিবেন, হতাশ হইয়া সেখান হইতে জাহাজ ছাড়িলেন। ছয় দিন ছয় রাত্রি জাহাজ চালাইয়া তিনি লিষ্ট্রিগণ্দের দেশে গিয়া পঁহুছিলেন। সে দেশে রাত্রি এত ছোট যে সকালে যাহারা মেষ চরাইতে যায়, সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াই,

তাহারা আর এক দলকে ডাকিয়া তুলিয়া, পরদিন সকালে মেষ চরাইবার জন্য মাঠে পাঠাইয়া দেয়। সে দেশে গিয়া ইউলিসিজ্ প্রথমে তিনজন লোককে সে দেশের লোকেরা কি রকম তাহা জানিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা পথে একটী মেয়েকে জল তুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল সে কে। মেয়েটী বলিল সে রাজকন্যা। সে তাহাদের সঙ্গে করিয়া তাহার মা'র কাছে লইয়া গেল। মেয়েটীকে দেখিতে মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মাতার চেহারা দেখিয়াই গ্রীক্‌দের চক্ষুস্থির হইল। রাণীর দেহখানি পর্ব্বতের মতন, আর তাহার মুখ দেখিলে ভয় হয়। রাণী তখনই তাহার স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইল। মানুষ দেখিয়াই রাজার রসনায় জল আসিল। রাজা, রাণীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, একজন গ্রীক্‌কে ধরিয়া চট্‌কাইয়া মধ্যাহ্ণ-ভোজনের জোগাড় করিয়া রাখিল। তাহা দেখিয়া আর দুইজন গ্রীক্ একদৌড়ে একেবারে জাহাজে গিয়া উঠিল। এদিকে শিকার পলাইয়া যায় দেখিয়া রাজা হাঁক ছাড়িল। অমনি দলে দলে লিষ্ট্রিগণ্‌রা আসিয়া বড় বড় পাথর ছুড়িয়া গ্রীক্‌দের জাহাজ ভাঙ্গিতে লাগিল। ইউলিসিজ্ বুদ্ধি করিয়া তাঁহার জাহাজের নঙ্গরের দড়ি কাটিয়া দিয়া দাঁড়ীদের প্রাণপণে দাঁড় টানিতে



লিষ্ট্রীগণদের রাজা ইউলিসিজের একজন সঙ্গীকে ধরিয়াছে। (২২ পৃষ্ঠা)

Engraved & Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta.



বলিলেন। তাহাতে কেবল তাঁহার নিজের জাহাজ-খানাই রক্ষা পাইল, বাকি জাহাজগুলা সমস্তই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। লিষ্ট্রিগণরা সেই সব জাহাজের লোকদের জল থেকে, মাঁছের মত বর্ষা দিয়া বিদ্ধ করিয়া, তুলিল ও সেই সব মরা মানুষগুলাকে লইয়া গিয়া একটা জমকাল রকম নরমাংস ভোজের ঘটা করিল!

সার্সির মায়া।

ইউলিসিজ্ কিছুই করিতে পারিলেন না; তিনি মনের দুঃখ মনে চাপিয়া জাহাজ চালাইতে বলিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহারা ইইয়া দ্বীপে পৌঁছিল। সেখানে মায়াবিনী সার্সি বাস করিত। সার্সি দেবকন্যা, সূর্য্যদেব তাহার পিতা ও সমুদ্রদেবের কন্যা পার্সি তাহার মাতা। সার্সির সুন্দর রূপ, তাহার রেশমের মত চিকণ চুলের বড়ই বাহার। ইউলিসিজ তাঁহার লোকদের দুই দলে ভাগ করিয়া, ইউরিলোকাস্ নামে একজন আত্মীয় লোকের অধীনে, এক দল লোককে দ্বীপের ভিতরটা দেখিয়া আসিতে পাঠাইয়া দিলেন। দ্বীপের মাঝখানে গাছ পালায় আচ্ছন্ন একটী পাহাড়ের উপত্যকায় সার্সির চক্‌চকে মার্ব্বেল পাথরের অট্টালিকা। সেই বাড়ীর চারিদিকে

বাঘ ও সিংহ, পোষা কুকুরের মত, ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। তাহারা গ্রীক্‌দের কোন অনিষ্ট করিল না—আসিয়া গায়ে গা ঘসিতে লাগিল ও মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহারা মানুষ, সার্সি মন্ত্রবলে তাহাদের পশু করিয়া রাখিয়াছে। প্রাসাদের ভিতরে সার্সি মধুর স্বরে কি এক করুণ সুরের গান্ গুণ্ গুণ্ করিয়া গায়িতেছিল ও একখানি চমৎকার কারুকার্য্যের কাপড় বুনিতেছিল। গ্রীক্‌দের গলার স্বর শুনিয়াই সার্সি আসিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাহাদের বাড়ীর মধ্যে লইয়া যাইল। বাটীর মধ্যে মার্ব্বেল পাথর পাতা বড় বড় ঘর। সার্সি তাহাদিগকে একটী সাজান ঘরে লইয়া গিয়া রূপার চৌকিতে বসাইয়া, সোণার পিয়ালায় বার্লি, মধু ও মদের তৈয়ারী সরবৎ খাইতে দিল। সেই সরবতে সার্সি যাদু করা ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিল বলিয়া উহা পান করিবামাত্র গ্রীক্‌রা নিজেদের সমস্ত কথা ভুলিয়া গেল। পরে সার্সি তাহাদের মাথায় মায়াদণ্ড ছোঁয়াইতেই তাহাদের সকলের শরীর শূকরের মত হইয়া গেল, কিন্তু মন মানুষের মতনই রহিল। সার্সি তাহাদের তাড়াইয়া লইয়া গিয়া খোঁয়াড়ে পূরিয়া রাখিল। কেবল ইউরিলোকাস্ তাহাদের সঙ্গে সার্সির বাড়ীতে যায় নাই। সে দূর হইতে সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া গিয়া

ইলিসিজ্‌কে সঙ্গীদের দুর্দ্দশার কথা বলিয়া দিল। ইউলিসিজ্‌ তাহাকে সার্সির বাটী দেখাইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু সার্সির ভয়ে ইউরিলোকাস্‌ আবার সেখানে যাইতে কিছুতেই রাজি হইল না। শেষে ইউলিসিজ্‌ একাই চলিলেন।

পথে দেবদূত মার্কারি একটী সুন্দর বালকের বেশ ধরিয়া আসিয়া ইউলিসিজ্‌কে বলিলেন "ওহে বাপু তুমি একলা এই অজানা দেশে কোথা চলেছ? মনে করেছ তোমার সঙ্গীদের উদ্ধার করবে? তুমি নিজেই ফিরে আসতে পারবে না। যা হোক তোমার কোন ভয় নেই, আমি তোমায় রক্ষা করবো। আমি যা বলি ভাল করে শোন।" এই বলিয়া মার্কারি ইউলিসিজের হাতে একটী গাছড়া দিয়া বলিয়া দিলেন "সার্সি যখন সরবৎ খেতে দেবে তখন তাতে এই গাছড়াটী লুকিয়ে ফেলে দিয়ে খেও। এই গাছের নাম 'মোলী', এর শিকড় কাল কিন্তু ফুল দুধের মতন সাদা। এই গাছড়া মিশিয়ে দিলে সার্সির ওষুধের কোন গুণ আর খাটবে না। তার পর সার্সি যেমন তোমার মাথায় মায়ার কাঠি ছোঁয়াতে আসবে, অমনি তলোয়ার দিয়ে তাকে তেড়ে কেটে ফেলতে যেয়ো, তাহলেই সে তোমার কাছে ভয়ে প্রাণ-ভিক্ষা চাইবে, আর তুমি যা বলবে তাই করবে।" এই

কথা বলিয়াই মার্কারি অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার সুন্দর রূপ আর হাতের সোণার দণ্ড দেখিয়া ইউলিসিজ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে কোন দেবতা আসিয়া তাঁহাকে অভয় দিয়া গেলেন।

ইউলিসিজ্ দেবতার কথায় সাহস পাইয়া সার্সির বাড়ীতে যাইলেন। ফটকের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিতেই সার্সি আসিয়া তাঁহাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইল। পরে যত্ন করিয়া রূপার ফুল বসান চৌকিতে বসাইয়া সোণার পিয়ালায় মন্ত্রপড়া ঔষধ মিশান সরবৎ খাইতে দিল। ইউলিসিজ্ হাতের ভিতর মার্কারির দেওয়া সেই "মোলী" গাছটী লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সরবতে সেইটী ফেলিয়া দিয়া খাইয়া ফেলিলেন। সার্সি অমনি তাঁহার মাথায় মায়াদণ্ড ছোঁয়াইয়া বলিল "যা, তোর সঙ্গীদের সঙ্গে শূয়োর হয়ে থাক্‌গে যা।" ইউলিসিজ্‌ও অমনি তলোয়ার তুলিয়া সার্সির মাথা কাটিতে গেলেন। সার্সি ভয়ে পিছাইয়া গিয়া, জোড় হাতে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া, বলিল "তুমি কে বলত? আমার মায়া কাটিয়ে ওঠে এমন মানুষ ত পৃথিবীতে দেখতে পাই না। তুমি নিশ্চয়ই ইউলিসিজ্।" সার্সি জানিত যে ইউলিসিজ্ আসিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিবেন। ইউলি-সিজ্ সার্সির কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। সার্সি





সার্সির ভবনে ইউলিসিজ্‌। (২৭ পৃষ্ঠা)

Engraved & Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta

দিব্য করিল যে সে ইউলিসিজের আর কোনও অনিষ্ট করিবে না। সার্সির কথায় ইউলিসিজ্ বিশ্বাস করিলেন।

সার্সি তখন তাহার দাসীদের ডাকাইয়া ইউলিসিজ্‌কে স্নান করাইল এবং সোণার ও রূপার পাত্রে নানা রকম ভাল ভাল খাবার খাইতে দিল। ইউলিসিজ্ কিন্তু সেই খাবার জিনিসে হাতও দিলেন না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া সার্সি বলিল "তোমার হয়েছে কি ? তুমি অমন মুখভার করে হাত গুটিয়ে বসে রয়েছ কেন ? খাও না।" ইউলিসিজ্ দুঃখ করিয়া বলিলেন "সার্সি আমি কোন প্রাণে খাবার মুখে তুলব। আমার সঙ্গীরা রইল শূয়োর হয়ে, আর আমি কিনা তাদের সেই অবস্থায় রেখে খেতে বসব!" এই কথা শুনিয়া সার্সি নিজে গিয়া ইউলিসিজের সঙ্গীদের খোঁয়াড় থেকে বাহির করিয়া আনিল। ইউলিসিজের সম্মুখে আনিয়া তাহাদের শূকরদেহের উপর সার্সি একে একে মায়ার কাঠি স্পর্শ করিতেই তাহাদের গায়ের লোম, ঘাড়ের কুঁচি খসিয়া পড়িল, তাহারা আবার মানুষ হইয়া নিজের নিজের চেহারায় ইউলিসিজের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

সার্সির এই ব্যবহারে ইউলিসিজ্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন। সার্সি সকলকে আদর করিয়া খাওয়াইলেন। সার্সির যত্নে ও তাহার সুন্দর মুখের মিষ্ট কথায়, ইউ-

লিসিজ্‌ও সার্সির মোহে কিছু বাধ্য হইয়া পড়িলেন। সার্সির অনুরোধে ইউলিসিজ্‌ তাঁহার বাকি লোকজনদের জাহাজ হইতে সার্সির বাটীতে ডাকিয়া আনিলেন। সার্সি তাহাদেরও যত্ন আদর করিয়া বাড়ীতে রাখিল। ইউলিসিজ্‌কে সার্সি বলিল "ইউলিসিজ্‌ তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ, এখন কিছু দিন আমার কাছে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক।" ইউলিসিজ্‌ আমোদে আহ্লাদে সার্সির বাড়ীতে লোক জন লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ইউলিসিজ্‌ বাটী যাইবার নাম করেন না দেখিয়া, তাঁহার লোক-জনেরা শেষে তাঁহাকে সে কথা মনে করিয়া দিল। তখন ইউলিসিজ্‌ সার্সির কাছে বিদায় চাহিলেন। সার্সি দুঃখিতা হইল, কিন্তু ইউলিসিজের বাড়ীতে যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে বুঝিয়া তাঁহাকে আর থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিল না। সে বলিল "যাবে যাও, কিন্তু যাবার আগে প্রেতপুরীতে গিয়ে থীবস্‌ দেশের অন্ধ গণক টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মার সঙ্গে দেখা করে এস। সে উপায় না বলে দিলে তুমি এখান থেকে ইথাকায় ফিরে যেতে পারবে না।" পরে সার্সি পাতালে যাইবার পথ, ও কি করিলে টাইরেসিয়াসের সঙ্গে দেখা হইবে তাহা বলিয়া দিয়া ইউলিসিজ্‌কে প্রেতপুরীতে পাঠাইয়া দিলেন।





ইউলিসিজ ও প্রেতগণ। (২৯ পৃষ্ঠা)

Engraved & Printed by THE FINE ART PRINTING SYNDICATE, Calcutta,

প্রেতপুরীর পথ।

সার্সির উপদেশ মত ইউলিসিজ্ তাঁহার কাল রং এর জাহাজে সাদা পাল তুলিয়া দিতেই উত্তরে বাতাসে জাহাজ প্রথমে সিমেরিয়ান্দের দেশে যাইল। সে দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখান থেকে, ওসিয়েনাস্ নামে যে মহানদী (গ্রীক্রা মহাসাগরকে মহানদী বলিত) পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা পার হইয়া ইউলিসিজের জাহাজ পৃথিবীর শেষ সীমায় প্রসেরপাইনের কুঞ্জের (সিসিলি দ্বীপের) কাছে গিয়া পঁহুছিল। সেখানে জাহাজ রাখিয়া ইউলিসিজ্ একাকী প্লুটোর (হেডিজের) বাসস্থান প্রেতপুরীতে যাইবার জন্য পাতালে নামিয়া যাইলেন।

প্রেতাত্মাদের তৃষা।

পাতালে কোসাইটাস্ ও ষ্টীক্স্ নামে দুইটী নদীর (আমাদের ভোগবতীর জমজ ভগ্নী হইবে!) মিলনের স্থলে, একহাত মাপের লম্বা চওড়া ও গভীর একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া, সার্সি যে মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছিল সেই মন্ত্র পড়িয়া, ইউলিসিজ্ এক জোড়া কাল রং এর মেষ বলি দিয়া তাহাদের রক্তে সেই গর্ত্তটী ভরিয়া দিলেন। নিমেষের মধ্যে একটা ভয়ানক শব্দ উঠিল ও চারিদিক আঁধার করিয়া দলে দলে প্রেতাত্মারা আসিতে লাগিল। তাহা-

দের কেহবা সারাজীবন হাহা করিয়া বৃদ্ধ বয়সে সংসারের যাতনায় জ্বর জ্বর হইয়া মরিয়াছিল, কেহবা নবীন-যৌবনে প্রাণভরা সুখের আশা লইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, কেহ বা পাপের বোঝা মাথায় লইয়া মরিয়াছিল, কেহবা পৃথিবীর কোন পাপের দাগ গায়ে লাগিবার আগেই ফুলের মত ঝরিয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ মলিন মুখে দুঃখের হাসি হাসিয়া, আবার কেহবা বিকট চেহারায় রক্তাক্ত হাত তুলিয়া আসিতেছিল। সকলেই সেই রক্ত পান করিবার লোভে গর্ত্তের কাছে আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। ইউলিসিজ্ সাহসে বুক বাঁধিয়া তলোয়ার হাতে সেই শক্তিহীন প্রেতমূর্ত্তিদের তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। সার্সি বলিয়া দিয়াছিল যে যতক্ষণ না টাইরেসিয়াস্ আসিয়া সেই রক্ত পান করে ততক্ষণ যেন অন্য প্রেতে সে রক্ত না খায়।

টাইরেসিয়াসের ভবিষ্যৎ-বাণী।

শেষে টাইরেসিয়াসের প্রেতাত্মা আসিয়া বলিল "ইউলিসিজ্, তুমি কেন আমাকে ডেকেছ? যদি ভবিষ্যৎ জানতে চাও, আমাকে রক্ত খেতে দাও।" ইউলিসিজ্ তাহাকে রক্ত পান করিতে দিলেন। সে রক্ত পান করিয়া তৃপ্ত হইয়া বলিল "ইউলিসিজ্ তুমি পলিফিমাস্‌কে

অন্ধ করে দিয়েছ বলে তার বাপ নেপচুন্‌দেব তোমার উপর ভারি রেগে আছেন। তোমার দেশে ফিরে যাওয়া শক্ত হবে দেখছি। যাহোক তুমি যখন থ্রাইনেক্রিয়া দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবে, তখন সেখানে অনেক নধর নধর বৃষ চরতে দেখতে পাবে। তারা অ্যাপোলো দেবের বৃষ। তাদের যদি না মারো তা'হলে কোন রকমে ইথাকায় গিয়ে পঁহুছিতে পারবে, কিন্তু তাদের হত্যা করলে তোমার লোক জনের একজনও রক্ষা পাবে না। কেবল তুমিই একলা প্রাণে বাঁচবে। সাবধান সে সব বৃষ যেন মেরো না।" এই কথা বলিয়া টাইরেসিয়াস্‌ প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

প্রেতাত্মাদের সুখ-দুঃখ।

টাইরেসিয়াসের আগে যে সব প্রেতাত্মারা রক্ত পান করিতে আসিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে ইউলিসিজের মাতা অ্যাণ্টিক্লিয়ার প্রেতাত্মাও আসিয়াছিল। ইউলিসিজ্‌ তাঁহাকেও রক্ত পান করিতে দেন নাই। অ্যাণ্টিক্লিয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া অন্ধকারে বসিয়া একদৃষ্টে সেই রক্ত-পূর্ণ গর্ত্তের দিকে চাহিয়াছিলেন। ইউলিসিজ্‌ এইবার তাঁহাকে রক্ত পান করিতে দিলেন। মাতার মুখে এখন ইউলিসিজ্‌ শুনিলেন যে তিনি ট্রয় যুদ্ধে যাইলে তাঁহার

জন্য ভাবিয়া ভাবিয়াই অ্যাণ্টিক্লিয়ার মৃত্যু হইয়াছিল। মনের আবেগে ইউলিসিজ্ মাতাকে বুকে ধরিবার জন্য তিনবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই ছায়ার দেহ তাঁহাকে ধরা দিল না, স্বপ্নের মত শূন্যে মিলাইয়া গেল।

ইউলিসিজের মাতার প্রেতাত্মা অদৃশ্য হইলে, অন্ধকারের ভিতর হইতে শত শত স্ত্রীলোকের প্রেতাত্মা সেখানে আসিতে লাগিল। পৃথিবীতে সেই সব নারী দেবতাদের ভালবাসা পাইয়াছিলেন, বীরের জননী হইয়াছিলেন। মরণের পরপারে গিয়া তাঁহারা প্রেতের অমরত্ব পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মনে কোন শান্তি নাই—সেই প্রেতপুরীর ঘন অন্ধকারে নিশিদিন হা হুতাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। ট্রয় যুদ্ধে যে সব বীরেরা প্রাণ দিয়াছিলেন তাঁহাদের সঙ্গেও ইউলিসিজের দেখা হইল। গ্রীক্‌দের প্রধান সেনাপতি অ্যাগামেম্‌ননের প্রেতমূর্ত্তি আসিলে, তাঁহার মুখে ইউলিসিজ শুনিলেন ট্রয় হইতে দেশে ফিরিলে তাঁহার দুষ্টা স্ত্রী ক্লাইটেমিনস্ট্রা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। গ্রীকদের প্রধান বীর অ্যাকিলিজ্ আসিলে ইউলিসিজ্ যখন বলিলেন যে তাঁহার বীরত্বের জন্য নরলোকে সকলে ধন্য ধন্য করিতেছে, অ্যাকিলিজ্ মলিন হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "পৃথিবীর সুখ্যাতির কথা আর বোলো না, সে

সুখ্যাতি প্রেতলোকে কোন কাযেই আসে না। এখানে কোন সুখই নেই—মুড়ি মিছরির এক দর। আমি যাদের যুদ্ধে মেরেছি তাদেরও যে দশা আমারও সেই দশা। প্রেতলোকে রাজত্ব করার চেয়ে পৃথিবীতে যদি দাসত্ব করতে হয়, সেও ভাল ” এই বলিয়া উদাস দৃষ্টিতে ইউলিসিজের দিকে চাহিয়া অ্যাকিলিজ্ অন্যান্য প্রেতদের সঙ্গে অন্ধকারে উধাও হইয়া গেলেন। ইউলিসিজ্ আরও কত পরিচিত লোকের প্রেতাত্মার দেখা পাই-লেন; কাহারও মনে সুখ আছে বলিয়া বোধ হইল না।

ট্যাণ্টালাস্ ও সিসাইফাস্।

প্রেতদের মনে শান্তি নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পাপের কঠোর শাস্তি দেখিয়া ইউলিসিজ্ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। ট্যাণ্টালাস্ দেবতাদের খাদ্য—অমৃত চুরি করিয়াছিল। সে একগলা জলে দাঁড়াইয়া আছে, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছে, জিহ্বা শুকাইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে যেমন মুখ নীচু করিয়া জল খাইতে যাইতেছে, অমনি সেই এক গলা জল পায়ের তলা দিয়া নিঃশেষ হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেছে। তাহার মাথার উপর থোলো থোলো রসাল আঙ্গুর, দাড়িম, জলপাই ও পাকা ডুমুর ঝুলিতেছে, কিন্তু সে যেমন পাড়িয়া খাইবে বলিয়া হাত তুলিতেছে

অমনি একটা দমকা বাতাস আসিয়া সেই সব ফল গাছ-শুদ্ধ কোথায় আকাশের কোলে উড়াইয়া লইয়া যাই-তেছে। এই রকম দিন রাত চলিতেছে, তাহার দারুণ তৃষ্ণার জ্বালা আর মিটিতেছে না।

সিসাইফাস্ নরলোকে একজন ডাকাত ছিল, সে আবার জুপিটারের একটা গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল। সেই পাপে তাহার প্রেতলোকে যে সাজা হইয়াছে তাহা দেখিয়া ইউলিসিজের বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে একটা প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর প্রাণপণ জোরে গড়াইতে গড়াইতে একটা ঢালু পাহাড়ের উপর তুলি-তেছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া সে যেমন পাহাড়ের মাথায় পাথরটা তুলিয়া মনে করিতেছে এইবার তাহার কায শেষ হইল, অমনি সেই পাথরটা গড়াইতে গড়াইতে একেবারে পাহাড়ের তলায় আসিয়া পড়িতেছে। সিসাই-ফাসের এই পণ্ডশ্রম অবিরাম দিনরাত চলিতেছে।

ইউলিসিজ্ পাপীদের শাস্তি ও প্রেতাত্মাদের অশান্তি দেখিতে দেখিতে প্রেতপুরীর নানা স্থানে বেড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রেতপুরীর সমস্ত দেখা হইল না। যখন সেই সব বিবর্ণ প্রেতগণ বিকট চীৎকার করিতে করিতে দলে দলে হাজার হাজার করিয়া আসিতে লাগিল, তখন ইউলিসিজ্ ভয়ে সেখান থেকে চলিয়া আসিলেন।

পাতাল হইতে উঠিয়া ইউলিসিজ্ তাঁহার জাহাজ ও লোকজন লইয়া আবার সার্সির কাছে ফিরিয়া আসিলেন। সার্সি তাঁহাকে ইথাকায় যাইবার পথ বলিয়া দিল ও পথে যে সব বিপদ ঘটিতে পারে তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বলিয়া দিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল।

কিন্নরকণ্ঠী সাইরেন্।

সার্সির কাছে বিদায় লইয়া ইউলিসিজ্ যে দিকে জাহাজ চালাইলেন সেদিকে সাইরেন্‌দের দেশ। সাইরেন্‌রা তিন ভগ্নী। তাহাদের মুখ ও দেহ সুন্দরী স্ত্রীলোকদের মত, কিন্তু তাহাদের পা পাখীদের মত। তাহারা এমন মধুর স্বরে গান করে যে, মানুষে সে গান শুনিলেই পাগল হইয়া তাহাদের কাছে ছুটিয়া যায় ও নিজেদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া গিয়া একমনে দিনরাত সেই গান শুনিতে শুনিতে অনাহারে অবসন্ন হইয়া মরিয়া যায়। সার্সি আগে হইতে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল বলিয়া ইউলিসিজ্ সাইরেন দের দ্বীপের কাছে পঁহুছিবার আগে তাঁহার নাবিকদের ও সঙ্গীদের কাণের ছিদ্র মোম দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু নিজে সাইরেন্‌দের গান শুনিবার কৌতূহল কিছুতেই দমন করিতে পারিলেন না বলিয়া, তিনি নাবিকদের তাঁহাকে মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধিয়া

রাখিতে বলিলেন ও তাহাদের বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, তিনি যখন সাইরেন্‌দের কাছে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া বাঁধন খুলিয়া দিতে বলিবেন, তখন তাহারা যেন তাঁহার সে সব কথা না শুনিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়াই রাখে।

জাহাজ কিছু দূর যাইতেই সাইরেন্‌দের দেখা যাইতে লাগিল। তাহারা একটী পাহাড়ে দ্বীপে ফুটন্ত ফুলের চারা গাছে ভরা সবুজ মাঠের উপর বসিয়া গান করিতেছে। তাহাদের আশে পাশে মানুষের হাড় ছড়ান রহিয়াছে। ইউলিসিজ্‌কে জাহাজের উপরে দেখিয়া সাইরেন্‌রা কত ছলে মধুর স্বরে তাঁহাকে ডাকিয়া গায়িতে লাগিল—

আয় য়ুলিসিজ্ এদিকে আয়,
তোর মহানাম ভুবনে গায়।
বেগবতী তরী ফিরায়ে আন,
শুনে যা মোদের মধুর গান।
কালো তরী বেয়ে সাগরে ভেসে,
যে কোনও যাত্রী আসে এদেশে,
মোদের কণ্ঠের অমিয় স্বর
না শুনে সে কভু ফেরে না ঘর।
শুনে বাড়ে জ্ঞান তাহার তায়,
হরষিত হয়ে চলিয়া যায়।



সাইরেনরা গান গাহিয়া ইউলিসিজ্‌কে ডাকিতেছে। (৩৬ পৃষ্ঠা)

Engraved & Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta

শ্রম তাপ যত প্রাচীনকালে,
লিখিল দেবতা ট্রয়ের ভালে,
সকল দেশের অতীত কথা,
মানবে যা কিছু পেয়েছে ব্যথা,
সকলই আমরা জানি যে হায় !
শুনিবি যদি রে এদিকে আয়।

সেই গানের সুরে কি এক মোহিনী শক্তি ছিল, সেই গান শুনিয়া ইউলিসিজ্‌ তাহাদের কাছে যাইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া নাবিকদের কখনও বা মিনতি করিয়া, কখনও বা ধমক দিয়া, বাঁধন খুলিয়া দিতে বলিতে লাগি-লেন। নাবিকদের কাণের গর্ত্তে মোম টেপা ছিল। তাহারা কিছুই শুনিতে পাইল না। কিন্তু তাঁহার ইসারা বুঝিতে পারিয়া তাহারা আগেকার উপদেশ মত তাঁহাকে আরও জোর করিয়া মাস্তুলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিল। ক্রমে যখন সাইরেন্‌দের আর দেখা গেল না, তাহাদের সেই মধুর গানের সুর বাতাসে মিলাইয়া গেল, তখন ইউলিসিজের মোহ ভাঙ্গিল।

রাক্ষসী সিল্লা ও ক্যারিব্‌ডিজ্‌।

সাইরেন্‌দের হাত এড়াইতে না এড়াইতে আর এক বিপদ ঘটিল। জাহাজের সম্মুখ দিক কুয়াসায় অন্ধকার হইয়া আসিল ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ উঠিতে লাগিল। নাবিকেরা ভয়ে হাল ছাড়িয়া দিল। সেই

খানে সিপ্লিগেডিজ্ নামে চলন্ত পাহাড়কে পাশ কাটাইতে গিয়া জাহাজ (সিসিলি ও ইটালির মধ্যে) একটা সরু প্রণালীর (মেসিনা প্রণালীর) ভিতর গিয়া পড়িল। তাহার এক দিকে সিল্লা পাহাড় সোজা উঠিয়া গিয়াছে, আর এক দিকে পাহাড়ের কোলে ক্যারিব্‌ডিজ্ নামে ভয়ানক ঘূর্ণি-জল। মাঝখানের স্রোতের জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। সেই ঘূর্ণি জলের ধারে পাহাড়ের উপর একটা ডুমুর গাছের তলায় বসিয়া ক্যারিব্‌ডিজ্ রাক্ষসী স্রোতের কাল জল শুষিয়া খাইতেছে ও খানিক পরে উদ্গার করিয়া ফেলিতেছে। সার্সি বলিয়া দিয়াছিল সেদিকে যাইলে রক্ষা নাই, ক্যারিব্‌ডিজ্ জাহাজশুদ্ধ গিলিয়া ফেলিবে। সেই ভয়ে ইউলিসিজ্ অপর দিক ঘেঁসিয়া জাহাজ চালাইতে বলিলেন। কিন্তু সেদিকে আবার সিল্লা রাক্ষসী জলে কোমর অবধি ডুবাইয়া পাহাড়ের তলায় গর্ত্তে বসিয়া আছে। তাহার বারটা পা জলের ভিতর ঝুলিতেছিল ও ছয়টা লম্বা ঘাড়ের উপর তিন সার দাঁত শুদ্ধ বিকট মুখ ও মাথা জলের উপর দুলিতেছিল। সে থাকিয়া থাকিয়া তাহার লম্বা গলা গহ্বর থেকে বাহির করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমুদ্রের জীবজন্তু ধরিয়া খাইতেছিল। ইউলি-সিজের জাহাজ সেদিকে যাইতেই সিল্লা তাহার ছয়টা





সিল্লা রাক্ষসী ইউলিসিসের সঙ্গীদের ধরিয়াছে। (৫২ পৃষ্ঠা)

দীর্ঘ গ্রীবা বাহির করিয়া ইউলিসিজের ছয়জন নাবিককে মুখে করিয়া টানিয়া লইল। তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল। সিল্লা জলের উপর মুখ তুলিতেই ইউলিসিজ্ দেখিতে পাইলেন তাহারা মরণ যাঁতনায় ছট্‌ফট্ করিয়া হাত পা ছুড়িতেছে। ইউলিসিজ্ বর্ষা তুলিয়া সিল্লাকে মারিতে যাইলেন, কিন্তু বর্ষা তাহার গায়ে লাগিল না। দেখিতে দেখিতে রাক্ষসী তাহাদের গিলিয়া ফেলিল। দুঃখে ইউলিসিজের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুই করিতে পারিলেন না। কোন রকমে বাকী লোকজনদের প্রাণ বাঁচাইয়া তিনি সেস্থান হইতে পলাইয়া আসিলেন।

অ্যাপোলো দেবের বৃষ।

সেখান হইতে ইউলিসিজের জাহাজ থ্রাইনেক্রিয়া দ্বীপে গিয়া লাগিল। সেই শস্যশ্যামল দ্বীপে সূর্য্যদেব অ্যাপোলোর (হিলিয়স্ হাইপিরিয়ন্) নধর বৃষের পাল চরিতেছিল। সার্সি ও টাইরেসিয়াস্ সেই দ্বীপের গো-বধ করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া ইউলিসিজ্ সেই দ্বীপে উঠিতে চাহিলেন না। কিন্তু তাঁহার নাবিকেরা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের অনুরোধে তিনি দলবল লইয়া সেই দ্বীপে উঠিতে বাধ্য

হইলেন। সেই দ্বীপে উঠিবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে শপথ করাইলেন যে তাহারা যেন অ্যাপোলোর সেই বৃষদের হত্যা না করে। দ্বীপে উঠিয়া সার্সি যে মদ, মাংস প্রভৃতি খাবার জিনিস দিয়াছিল তাহা খাইয়া সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। এদিকে জুপিটার কাল মেঘে আকাশ ছাইয়া ঝড়ের বাতাস তুলিলেন। এক মাস ধরিয়া ঝড় বন্ধ হইল না। ইউলিসিজ্ জাহাজে উঠিতে পারিলেন না, এদিকে সমস্ত খাবার ফুরাইয়া গেল। গ্রীক্‌রা কিছু দিন মাছ ধরিয়া খাইল। ক্রমে মাছও আর পাওয়া যাইল না। ইউলিসিজ্ মাছ ও পাখীর সন্ধানে এক দিন দ্বীপের ভিতরে গিয়া, একটা নির্জ্জন স্থানে দেবতাদের উদ্দেশে প্রার্থনা করিলেন। পরে কিসে খাদ্য পাওয়া যায় এই ভাবিতে ভাবিতে সেখানে ঘণ্টা খানেক ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই অবসরে ইউরিলোকাস্ তাঁহার সঙ্গীদের পরামর্শ দিল "আমাদের ত ক্ষিধেয় প্রাণ যায়, এস আমরা এখন একটা ষাঁড় বলি দিয়ে খেয়ে প্রাণটা বাঁচাই, তার পর দেশে গিয়ে না হয় অ্যাপোলো দেবকে একটা মন্দির তৈরী করে দেওয়া যাবে, তা'হলেই সব গোল মিটে যাবে।" আর সব লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় তখনই সে কথায় রাজি হইল। তাহারা একটা হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া বলদ মারিয়া আগুনে

ঝলসাইয়া খাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় ইউলিসিজের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মাংস পোড়া গন্ধ পাইয়া তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গীদের কাণ্ড দেখিলেন। ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। তিনি আর কি করিবেন, হাত জোড় করিয়া অ্যাপোলো দেবকে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা আর তাঁহার কোন কথা শুনিল না, ছয় দিন ধরিয়া অ্যাপোলোর সেই উৎসর্গ করা বৃষ মারিয়া খাইতে লাগিল। ছয় দিন পরে ঝড় থামিলে সকলে জাহাজে উঠিল।

এদিকে অ্যাপোলো যাইয়া জুপিটারের কাছে নালিশ করিলেন, "আমার এই অপমানের যদি বিহিত না কর, তা'হলে আমি আর আকাশে উঠে আলো দেব না, পাতালে গিয়ে হেডিজের প্রেতপুরী আলো করে বসে থাকবো।" দেবরাজ জুপিটার ইউলিসিজের সঙ্গীদের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া রোষে জ্বলিয়া উঠিয়া ইউলিসিজের জাহাজের উপর বজ্রাঘাত করিলেন। মাঝসমুদ্রে জাহাজ ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল। ইউলিসিজের সঙ্গীরা সকলেই ডুবিয়া মরিল। কেবল ইউলিসিজ্ জাহাজের ভাঙ্গা মাস্তুলের উপর চড়িয়া কোনরূপে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু ঝড়ে তাঁহাকে ভাঙ্গা মাস্তুল শুদ্ধ লইয়া গিয়া আবার সেই ক্যারিব্ডিজের ঘূর্ণি-জলে ফেলিয়া দিল।

তিনি পাহাড়ের গায়ে ডুমুর গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, ক্যারিব্‌ডিজ্‌ মাস্তুলটা গিলিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে ক্যারিবডিজ্‌ যখন মাস্তুলটাকে বমি করিয়া তুলিয়া ফেলিল, ইউলিসিজ্‌ তখন সেই মাস্তুলটার উপর লাফাইয়া পড়িয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলেন। জুপিটার এইবার তাঁহার উপর একটু কৃপা করিয়া তাঁহাকে সিল্লা রাক্ষসীর পাহাড়ের দিকে না লইয়া গিয়া অন্য দিকে ভাসাইয়া দিলেন। ইউলিসিজ্‌ ওজাইজিয়া দ্বীপে গিয়া উঠিলেন।

ক্যালিপ্সো দেবীর ভালবাসা।

ওজাইজিয়া দ্বীপে সাগরবালা ক্যালিপ্সো দেবী বাস করিতেন। ইউলিসিজ্‌ দ্বীপে উঠিয়া দেখেন এক বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠে, বেগুনে রংয়ের সুগন্ধি ভায়োলেট্‌ ফুল ফুটিয়া যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে, আর মন্দ মন্দ বাতাসে সেই ভায়োলেটের মৃদুগন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে। সেই মাঠের পরপারে পাহাড়ের ক্রোড়ে বড় বড় ঝাউ, দেবদারু এবং ফুটন্ত-ফুলে ভরা পলাস, অশোক, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি জাতীয় গাছে ঘেরা একটা বিরাট গুহায় কালিপ্সোর বাস। সেই গাছের উপর কোনও দিকে নানা রঙের ছোট ছোট পাখীরা গান করিতেছে,

কোন দিকে পেচক ও বড় বড় জলচর পক্ষীরা বাসা বাঁধিয়াছে ও উচ্চ কলরবে সমুদ্রতীর কাঁপাইয়া তুলিতেছে। গুহার আশে পাশে পাহাড়ে জমিতে সবুজরঙ্গের বড় বড় পাথর মাথা উঁচু করিয়া আছে ও তাহাদের ঘিরিয়া চারিটী ঝরণার জল ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। গুহার মুখে দ্রাক্ষা-লতা যেন জাল বুনিয়া রাখিয়াছে, আর সেই লতার ঝালরে দোদুল্যমান আঙ্গুরের গুচ্ছগুলি যেন রসে ফাটিয়া পড়িতেছে। গুহার ভিতরে চন্দন কাঠের আগুন জ্বালাইয়া ক্যালিপ্সো বসিয়া আপনার মনে মৃদুস্বরে গান গায়িতেছেন ও সোণার মাকুতে জরির কাপড় বুনিতেছেন। ক্যালিপ্সোর রূপ যেন দেহ ফাটিয়া বাহির হইতেছে আর তাঁহার বেণী-বাঁধা চুল পিঠে দুলিয়া সাপের মত খেলা করিতেছে।

ক্যালিপ্সো ইউলিসিজের দুঃখের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া শেষে তাঁহাকে স্বামীর মত ভালবাসিতে লাগিলেন। ক্যালিপ্সোর ভালবাসায় পড়িয়া ইউলিসিজ্ সাত বৎসর ওজাইজিয়া দ্বীপে কাটাইলেন। মধ্যে মধ্যে স্ত্রী-পুত্রের জন্য তাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, কিন্তু ক্যালিপ্সো তাঁহাকে বাটী যাইবার নাম করিতে দিতেন না। শেষে ইউলিসিজের শুভাকাঙ্ক্ষিণী মিনার্ভা দেবী

দেখিলেন যে ইউলিসিজের এত দিন বাড়ী ছাড়িয়া থাকা ভাল হইতেছে না। তিনি জুপিটারের কাছে গিয়া সে কথা বলাতে জুপিটার দেবদূত মার্কারিকে দিয়া ক্যালি-প্সোকে বলিয়া পাঠাইলেন যে ইউলিসিজ্‌কে এইবার বাড়ী যাইতে দিতে হইবে। সেই কথা শুনিয়া ক্যালিপ্সোর মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি প্রথমে রাগ করিয়া বলিলেন, "দেবতাদের আমার উপর এত হিংসা কেন? তাঁরা নিজের সুখ ত বেশ বোঝেন, পরের সুখ দেখলে কি তাঁদের সয় না?" যাহা হউক, শেষে দেবরাজের আদেশ অমান্য করিতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি ইউলিসিজ্‌কে বিদায় দিবেন স্থির করিলেন।

সেই খবর দিতে গিয়া ক্যালিপ্সো দেখিলেন ইউলি-সিজ সমুদ্রের তীরে বসিয়া উদাস নয়নে চাহিয়া আছেন, বুঝি বাড়ীর কথা ভাবিতেছেন। ক্যালিপ্সো যখন বলিলেন যে এইবার তাঁহাকে বাড়ী যাইতে দিবেন, তখন স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার আশায় ইউলিসিজের মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া অভিমানে ক্যালিপ্সো বলিলেন, "ইউলিসিজ্‌ বাড়ী যাবে বলে তোমার এত আহ্লাদ, কিন্তু আমার মনে যে কি কষ্ট হচ্ছে তা কি তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার পেনেলোপীকে কি এতই

দেখতে ভাল যে আমার এমন রূপ দেখেও তুমি তাকে ভুলতে পারলে না?” ইউলিসিজ্ উত্তর দিলেন “তোমার সঙ্গে পেনেলোপীর তুলনা হতে পারে না, কারণ তুমি দেবী, আর সে সামান্যা মানবী। কিন্তু তবু আমি তাকে ভালবাসি। আমার বাড়ী যাবার জন্যে প্রাণ বড়ই কেমন করছে।” ক্যালিপ্সো দেখিলেন আর ইউলিসিজ্‌কে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করা বৃথা। তখন তিনি বলিলেন, “যদি যাবেই, তা হলে একটা ভেলা তৈরী করে নাও। আমার ত আর জাহাজ নেই যে তোমায় দেবো।” সেই কথা শুনিয়া ইউলিসিজ্ বলিলেন, “ভেলায় চড়ে কি সাগর পার হওয়া যায়? আমাকে আর বিপদে ফেলো না।” ক্যালিপ্সো তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে বিপদে ফেলিবেন, ইহা কি কখন হইতে পারে!

পরে ক্যালিপ্সো তাঁহাকে একখানি দু'মুখো কুড়ুল আনিয়া দিলেন ও সমুদ্রের ধারে লইয়া গিয়া কুড়িটী ভাল ভাল গাছ কাটিয়া ভেলা তৈয়ারী করিতে বলিলেন। ইউলিসিজ্ চারি দিন ধরিয়া কাঠ চিরিয়া তক্তা করিয়া ভেলা তৈয়ারী করিলেন ও তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন। ক্যালিপ্সো ছিদ্র করিবার যন্ত্র আনিয়া দিলে, তিনি সেই সব তক্তা জুড়িয়া ভেলা শক্ত করিয়া

আঁটিয়া সমুদ্রে ভাসাইলেন। ক্যালিপ্সো সেই ভেলায় খাবার জিনিস বোঝাই করিয়া দিলেন ও ইউলিসিজ্‌কে পরিধানের জন্য ভাল কাপড় দিলেন। পরে যখন ক্যালিপ্সোর কাছে চিরবিদায় লইয়া ইউলিসিজ্‌ ভেলা অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া চলিলেন, তখন ক্যালিপ্সোর মনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার দু'নয়নে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যতক্ষণ সমুদ্রের উপর ভেলাখানি দেখা গেল ততক্ষণ ক্যালিপ্সো এক দৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে গুহায় ফিরিলেন।

লিউকোথিয়া দেবীর ওড়না।

ক্যালিপ্সো সুবাতাস দেওয়াতে ভেলা ভাসিতে ভাসিতে ইথাকার দিকে চলিল। নেপ্‌চুন্‌ সেই সময়ে ইথিওপিয়া (আফ্রিকা) হইতে নিমন্ত্রণ খাইয়া দেবলোক অলিম্পাস্‌ পর্ব্বতে ফিরিতেছিলেন। তিনি ইউলিসিজ্‌কে নিরাপদে ইথাকায় ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ভাবিলেন, "আমার ছেলে পলিফিমাস্‌কে অন্ধ করে দিয়ে ইউলিসিজ্‌ ত বেশ দেশে ফিরে চলেছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া তাঁহার হাতের ত্রিশূল নাড়া দিয়া এমন তুফান তুলিলেন যে একটা পর্ব্বতের মত ঢেউ আসিয়া ইউলিসিজ্‌কে ভেলার উপর থেকে দূরে

ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইউলিসিজ্ জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া অতি কষ্টে গিয়া ভাঙ্গা ভেলার উপর উঠিলেন। সেই সময়ে জলদেবী আইনো লিউকোথিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। দেবীর দয়া হইল। ক্যালিপ্সোর দেওয়া পোষাক জলে ভিজিয়া ভারি হইয়া ইউলিসিজ্কে যেন জলের ভিতর টানিয়া লইয়া যাইতেছিল। দেবী লিউকোথিয়া সমুদ্রের পক্ষীর রূপ ধরিয়া উঠিয়া ইউলি-সিজ্কে একখানি কাপড় দিয়া বলিলেন "তোমার ও ভারি কাপড় ফেলে দিয়ে এই ওড়না খানি বুকে জড়িয়ে নাও, তা'হলে তুমি জলে ডুববে না। ডেঙ্গায় উঠে ওড়না খানি জলে ফেলে দিও।" এই কথা বলিয়া দেবী জলে ডুবিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ইউলিসিজ্ ভাবিলেন এ আবার কোন দেবতা নূতন বিপদে ফেলিবার জন্য ছলনা করিয়া গেল না কি? কিন্তু নেপ্চুন্ তাঁহাকে বেশী ভাবিতে দিলেন না। একটা তাল গাছের মত উঁচু ঢেউ আসিয়া আবার তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিল। এবারে ভাসিয়া উঠিয়াই ইউলিসিজ্ ভেলার ভাঙ্গা মাস্তুলটা ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তাহার উপর চড়িয়া বসিলেন। পরে ক্যালিপ্সোর সেই মূল্যবান পোষাক খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া লিউকোথিয়া দেবীর ওড়নাখানি বুকে জড়াইলেন। তিনি আর ডুবিলেন না, স্রোতের টানে ভাসিয়া চলিলেন।

রাজকুমারী নসিকা।

ভাসিতে ভাসিতে দুই দিন পরে অনাহারে অবসন্ন হইয়া ইউলিসিজ্ ফিয়েসিয়ান্‌দের দেশে গিয়া পঁহুছিলেন। সেখানে তিনি সমুদ্রের তীরে উঠিবার উপায় দেখিতে পাইলন না। তীরে সমুদ্রের জল হইতে পাহাড় উঠিয়াছে। পাহাড়ের খোঁচা খোঁচা পাথরের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছাড় খাইতেছে। তীরের দিকে উঠিতে যাইলে পাহাড়ে লাগিয়া দেহ চূর্ণ হইয়া যাইবে। ভাসিতে ভাসিতে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়া তিনি প্রথমে একটা নদীর মোহানার ভিতরে গিয়া পড়িলেন, পরে একটা বনের ধারে গিয়া উঠিলেন। সেই খানে গাছের ঝোপের মধ্যে ঝরা পাতা জড় করিয়া তাহার উপর শয়ন করিতেই তিনি মিনার্ভা দেবীর কৃপায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নসিকার বিবাহের স্বপ্ন।

এ দিকে ইউলিসিজের শুভাকাঙ্ক্ষিণী মিনার্ভা দেবী ফিয়েসিয়ান্‌দের রাজকুমারীকে স্বপ্ন দিলেন যে তাহার 'বিয়ের ফুল ফুটিয়াছে', সে যেন সকালে নদীতে গিয়া কনের পোষাক তৈয়ারী করিবার কাপড়গুলা কাচিয়া আনে। ফিয়েসিয়ান্‌দের রাজবাটীতে ভাল ভাল কাপড়





নসিকা সখীদের সঙ্গে গোলা লোফালুফি খেলিতেছে—পশ্চাতে মিনার্ভা দেবী। (৪৯ পৃষ্ঠা।)

Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta.

বুনিয়া মেয়ের বিবাহের জন্য তুলিয়া রাখা হইত। বিবাহের সময় সেই সব কাপড় কাচিয়া আনিয়া তাহাতে পোষাক তৈয়ারী করিয়া কনে'কে পরিতে দেওয়া হইত। সকালে উঠিয়া নসিকা তাহার পিতা রাজা অ্যালসি-নোয়াস্‌কে বলিল, "বাবা, একখানা গাড়ি দেবেন, তা'হলে নদীতে গিয়ে ভাল কাপড়গুলো কেচে আনি?" রাজা মেয়ের মনের কথা বুঝিয়া বলিলেন, "বেশ ত মা, যাও না।" রাণী অ্যারিটী মেয়ের বনভোজন করিবার খাবার গুছাইয়া দিলেন। নসিকা সখীদের সঙ্গে লইয়া দু-চাকার এক খানি গাড়িতে জুড়ি ঘোড়া জুতিয়া নিজে হাঁকাইয়া নদীর ধারে যাইলেন। কাপড় কাচা ও বনভোজন হইলে নসিকা সখীদের সঙ্গে সেই সুন্দর নদীতীরে বনের ধারে গোলা লোফালুফি খেলিতে লাগিলেন ও মনের আনন্দে গান গায়িতে লাগিলেন। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ নসিকার হাত থেকে গোলাটী গিয়া নদীর জলে পড়িতেই সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। ইউলিসিজ্‌ সেই খানেই ঘুমাইতেছিলেন। বালিকাদের চীৎকারে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইল। তিনি একটী পাতাশুদ্ধ ঝাঁকড়ান জলপাই গাছের ডালে শরীর ঢাকা দিয়া বন হইতে বাহির হইলেন। ডাঙ্গায় উঠিয়াই তিনি লিউকোথিয়ার ওড়না খানি নদীর জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার

দেহে বস্ত্র ছিল না। কিন্তু তাঁহার এমনি ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, না বাহির হইলেই নয়। তাঁহার সেই সাগরের লোণা জলের ফেনা মাখা ক্ষত বিক্ষত দেহ ও অপূর্ব্ব বেশ দেখিয়া নসিকার সখীরা ভয়ে পলাইয়া গেল। কেবল নসিকা দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইউলিসিজ্ নসিকাকে অভয় দিয়া বলিলেন, তিনি বিদেশী, জাহাজ-ডুবি হইয়া সেখানে উঠিয়াছেন ও ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড়ই কাতর। নসিকা ব্যগ্র হইয়া সখীদের ডাকিলেন। নসিকার সরল ও সুন্দর মুখে দয়ার ভাব দেখিয়া ইউলিসিজ্ বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি দেবী, কি মানবী, তা বুঝতে পারছি না; যদি মানবী হও, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি মনের মত পতি লাভ কর।" সখীরা আসিলে, তাহারা বিদেশী পথিককে দেখিয়া ভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তাহাদের মৃদু তিরস্কার করিয়া নসিকা ইউলিসিজ্‌কে পরিবার বসন ও মাখিবার তৈল দিতে বলিলেন। ইউলিসিজ্ যখন সেই নির্ম্মল নদীর জলে স্নান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিয়া আসিলেন, মিনার্ভা দেবী তখন অলক্ষ্যে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্বশ্রী ফিরাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বীরের মত চেহারা ও কার্ত্তিকের মত কোঁকড়া চুল দেখিয়া নসিকা সখীদের আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার যখন বিয়ে

হবে, তখন যেন এই রকম বর হয়।” পরে ইউলিসিজ্‌কে আহার করাইয়া সুস্থ করিয়া নসিকা তাঁহাকে রাজবাটীতে গিয়া অতিথি হইতে বলিলেন। কিন্তু এক সঙ্গে যাইলে পাছে লোকে বলে যে নসিকা ফিয়েসিয়ান্ যুবকদের পছন্দ করে না তাই বুঝি একজন বিদেশীকে বিবাহ করিবে বলিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইতেছে, এই ভাবিয়া, ইউলিসিজ্‌কে রাজবাটী যাইবার পথ দেখাইয়া দিয়া, নসিকা নিজে সখীদের সঙ্গে আগেই বাটী ফিরিলেন। পথে মিনার্ভাদেবী একটী বালিকার রূপ ধরিয়া আসিয়া ইউলিসিজের সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। ফিয়েসিয়ান্‌রা বিদেশীদের দেখিতে পারে না বলিয়া মিনার্ভা ইউলিসিজ্‌কে কুয়াসায় ঢাকিয়া লইয়া গেলেন, পথে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

ফিয়েসিয়ান্‌দের অদ্ভুত নৌ-বিদ্যা।

ইউলিসিজ্ পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন ফিয়েসিয়ান্‌রা নাবিকের জাতি। সমুদ্রের ধারে তাহাদের কত বন্দর ও তাহাতে শত শত নূতন গড়নের তরী ভাসিতেছে, সে সব তরী হাল ধরিয়া মাঝিকে চালাইতে হয় না, তাহারা নাবিকদের মন বুঝিয়া আপনি চলে ও দেশ বিদেশে আপনি চিনিয়া চলিয়া যায়। রাজবাটীর

কাছে গিয়া ইউলিসিজ্ দেখিলেন, বাটীর চারিধারে সুন্দর বাগান। বাগানে ফলের গাছগুলি অন্য দেশের চেয়ে বড় বড়, আর মাটির গুণে বার মাসই ফলে। কত শত আপেল, ন্যাসপাতি, দাড়িম, বাদাম, জলপাই প্রভৃতি রসাল ফলের ভারে গাছগুলি নত হইয়া রহিয়াছে। রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া ইউলিসিজ্ দেখিলেন সেই অট্টালিকায় পিতলের দেওয়াল, রূপার চৌকাঠ, সোণার দরজা ও ব্রঞ্জের মেঝে। সদর দ্বারের দুই দিকে ভল্‌কান্ (বিশ্বকর্ম্মা) দেবের নির্ম্মিত সোণার ও রূপার দুইটী কুকুর পাহারা দিতেছে।

রাজা অ্যালসিনোয়াস্ ও রাণী অ্যারিটী।

মিনার্ভাদেবী ইউলিসিজ্‌কে অন্যের অলক্ষ্যে একবারে রাজা ও রাণীর সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা অ্যালসিনোয়াস্ সোণার সিংহাসনে বসিয়া দেবতাদের মত মদিরা পান করিতেছিলেন, আর তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রাণী অ্যারিটী একখানি রক্তবর্ণের কাপড় বুনিতেছিলেন। মিনার্ভা ইউলিসিজ্‌কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে ফিয়েসিয়া দেশে স্ত্রীলোকেরাই সর্ব্বে-সর্ব্বা। তাঁহার উপদেশ মত ইউলিসিজ্ রাজাকে পাশ কাটাইয়া গিয়া রাণীর পদতলে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময়ে

মিনার্ভা ইউলিসিজের গায়ের চারিধারের কুয়াসা সরাইয়া লইতেই রাজা ও রাণী দেখিলেন একজন অচেনা লোক তাঁহাদের সম্মুখে। ইউলিসিজ্ বলিলেন "আমি বিদেশী, জাহাজ ডুবি হ'য়ে এখানে আপনাদের আশ্রয়ে এসেছি।" রাজা ও রাণী তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজার মত অভ্যর্থনা করিলেন। অ্যালসিনোয়াস্ নিজের ছেলেদের ডাকিয়া অতিথির মান্যের আসনে ইউলিসিজ্‌কে বসিতে দিতে বলিলেন। ইউলিসিজ্ বসিলে রাজা বলিলেন, "তুমি যদি মানুষ হও, তুমি যা'চাবে তাই পাবে। কিন্তু তুমি হয় ত কোন দেবতা। দেবতারাও এখানে মধ্যে মধ্যে এসে অতিথি হয়ে থাকেন।" ইউলিসিজ্ উত্তর দিলেন "আমি সামান্য মানুষ, দেবতা নই। তার সাক্ষী দেখুন না, মানুষদের যে জ্বালা বড় জ্বালা, সেই পেটের জ্বালায় আমাকে ধরেছে।" তাহা শুনিয়া রাণী তখনি অতিথিকে খাবার আনিয়া দিতে বলিলেন। রাজবাটীতে সুখাদ্য ও সুপেয় সকল সময়েই প্রস্তুত থাকিত। রাণী কাছে বসিয়া অতিথিকে খাওয়াইতে লাগিলেন। সেই সময়ে রাণী লক্ষ্য করিলেন, অতিথির গায়ে তাঁহার বাড়ীরই বোনা কাপড় রহিয়াছে। রাণী বিস্মিত হইয়া ইউলিসিজ্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথা হইতে সেই বস্ত্র পাইলেন? ইউলিসিজ্ তখন সকালে তাঁহার

সঙ্গে নসিকার সাক্ষাতের কথা বলিলেন ও রাজকুমারীর বুদ্ধি-বিবেচনার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আদরিণী কন্যার প্রশংসায় সুখী হইয়া অ্যালসিনোয়াস্ ইউলিসিজ্‌কে জামাই করিয়া বাড়ীতে রাখিবার ইচ্ছা জানাইলেন। ইউলিসিজ্ সে কথার কোন উত্তর দিলেন না। রাত্রে শুইতে যাইবার সময় অতিথির যাহাতে সুনিদ্রা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেও রাণী ভুলিলেন না। তিনি দাসীদের ডাকিয়া অতিথিকে বড় বারান্দার ঘরে রক্তবর্ণ গালিচার উপরে সুন্দর চাদর পাতিয়া বিছানা করিয়া দিতে বলিলেন ও দুধের মত সাদা গরম কম্বল গায়ে দিবার জন্য দিতে দিলেন।

গায়ক ডেমোডোকাস্।

পরদিন অতিথির মান্যের জন্য ভোজের ও খেলার আয়োজন হইল, রাজবাটীতে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। আহারের সময় রাজবাটীর গায়ক ডেমোডো-কাস্ গান গায়িতে লাগিল। গায়ক অন্ধ, কিন্তু তাহার গানে যেন সুধা ঢালিতে লাগিল। ডেমোডোকাস্ লাইয়ার (আমাদের বীণার মত যন্ত্র) বাজাইয়া ট্রয়যুদ্ধের গান গায়িতে লাগিল। সেই গান শুনিয়া পূর্ব্বকথা মনে পড়াতে ইউলিসিজের চক্ষে জল আসিল। তাহা

লুকাইবার জন্য তিনি গায়ের কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন। রাজা তাহা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া খেলা আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন।

ফিয়েসিয়ান্‌দের খেলা।

ফিয়েসিয়ান যুবকেরা দৌড়ান, কুস্তি, লোহার ও পাথরের চাকা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি খেলায় বলের ও কৌশলের পরীক্ষা দিতে লাগিল। রাজার ছেলেরা সব খেলাতেই যোগ দিল এবং জিতিতেও লাগিল। ইউ-লিসিজ্‌কে খেলায় যোগ দিতে অনুরোধ করিলে, তাঁহার মনে সুখ ছিল না বলিয়া তিনি খেলিতে রাজি হইলেন না। সেই সময়ে ইউরিয়েলাস্‌ নামে একজন ফিয়েসিয়ান্‌ যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সবেমাত্র একটা মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া আসিয়া মনের দর্পে সে বলিয়া উঠিল, "অতিথি দেখ্‌ছি পুরুষের উচিত খেলা জানে না, বীরত্বের কোন ধার ধারে না, বোধ হয় ব্যবসাদার হবে, দরদস্তুর কেনা বেচার কথা নিয়েই থাকে।" সেই কথা শুনিয়া ইউলিসিজের রাগ হইল, তিনি সেই উদ্ধত যুবককে বলিলেন "বাপু তোমার চেহারা ত দেখতে বেশ, কিন্তু বুদ্ধি অমন কেন?" এই বলিয়া তিনি গায়ের কাপড় না

খুলিয়াই, একখানা প্রকাণ্ড পাথরের চাকা, একবার মাত্র দুলাইয়া, এত দূরে ছুড়িয়া ফেলিলেন যে আগে যাহারা চাকা ছুড়িয়াছিল তাহাদের চেয়ে উহা অনেক দূরে গিয়া পড়িল। তাহার পর সেই খেলার উত্তেজনার মুখে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি সব খেলাই জানি, কে আমার সঙ্গে কোন্ খেলায় লড়তে চাও, এস ত দেখি।" ইউ-লিসিজের সেই চাকা ছোড়ার 'বহর' দেখিয়া ফিয়েসিয়ান্ যুবকেরা কেহই তাঁহার সহিত শক্তিপরীক্ষা করিতে সাহস করিল না। তখন রাজা অ্যালসিনোয়াস্ নিজেই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইউরিয়েলাস্ যেমন দর্প করে ছিল তার তেমনি মুখের মতন জবাব হয়েছে।" পরে দেশের যুবকদের মান রক্ষার জন্য রাজা বলিলেন যে ফিয়েসিয়ান্‌রা বীরের জাতি নহে বটে কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নৌকা চালাতে কি কাপড় বুনিতে আর কোন দেশের লোকেরা পারে না, আর নৃত্যকলায় তাহাদের গুণপনার সঙ্গে অন্য কোন দেশের লোকদের তুলনাই হইতে পারে না।

ফিয়েসিয়ান্‌দের নৃত্য।

তাঁহার কথা সত্য কি না তাহা প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য রাজা অ্যালসিনোয়াস্ জনকতক বাছাই করা

যুবককে নাচিতে বলিলেন। যুবকেরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে লাগিল ও সেই সঙ্গে ডেমোডোকাস্ নাচের বাজনা বাজাইতে লাগিল। তাহার পর রাজার দুই পুত্র গোলা লোফালুফি করিতে করিতে নাচিতে লাগিল। ইউলিসিজ্ সেই নৃত্য দেখিয়া যারপর নাই খুসী হইয়া বলিলেন, "রাজা, আপনার কথাই ঠিক্, আমি এমন চমৎকার নাচ কখন দেখিনি। দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি।"

নসিকার বিদায় সম্ভাষণ।

তাহার পর আবার পান-ভোজনের আয়োজন হইল। ইউলিসিজ্ স্নান করিয়া আসিয়া ভোজনের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন একটী থামে ঠেস দিয়া রাজকুমারী নসিকা ঘর আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নসিকা ইউলিসিজের চাকা ছোড়া দেখিয়াছিলেন ও তিনি যখন ফিয়েসিয়ান্ যুবকদিগকে তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাও শুনিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সময়ের বীরদর্পে দর্পিত সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া নসিকার মনে বড় আনন্দ হইয়াছিল যে তিনিই অতিথিকে বাড়ীতে আনিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিলাসী ফিয়েসিয়ান্ যুবকদের তুলনা করিয়া নসিকা অতিথির

রূপে-গুণে মুগ্ধা হইয়াছিলেন। ইউলিসিজ্‌কে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া নসিকা মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন "বিদেশী অতিথি, দেশে ফিরে গিয়ে আমার কথা কোন দিন তোমার মনে পড়বে কি?" ইউলিসিজ্ উত্তর দিলেন, "রাজকুমারী, তুমি আমার প্রাণ দিয়েছ, যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন মনের মন্দিরে তোমাকে দেবীর মত পূজা করবো।" এই খানেই নসিকার সেই বিবাহের স্বপ্নের শেষ হইল! একালের নাটকে নভেলে যে বর-কন্যাদের বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসার কথার সৃষ্টি হইয়াছে, পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন কাব্যে ইহাই তাহার প্রথম আভাষ।

ইউলিসিজের আত্ম-পরিচয় দান।

পানভোজনের সময় ইউলিসিজ্ প্রাণ খুলিয়া গায়ক ডেমোডোকাসের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। পরে রাজাকে বলিলেন, "ডেমোডোকাস্ যখন ট্রয় যুদ্ধের সকল কথাই জানে, তখন তাহাকে একবার সেই বিখ্যাত "ট্রোজান ঘোড়ার" কথা গায়িতে বলুন।" রাজার আদেশে ডেমোডোকাস্ আবার লাইয়ার বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল। এবারে অতিথিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সেই আশ্চর্য্য "ট্রোজান ঘোড়ার" কথাই গায়িতে

লাগিল। কি করিয়া ইউলিসিজ্ সেই কাঠের ঘোড়ার ফাঁপা পেটের মধ্যে বাছাই করা জন কতক গ্রীক্ বীরদের লুকাইয়া রাখিয়া গভীর রাত্রে ট্রয় নগর ধ্বংস করেন, সেই অদ্ভুত কাহিনী গায়কের গুণপনায় শ্রোতাদের চোখের সামনে যেন প্রত্যক্ষ দৃশ্যের মত ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। গান শুনিয়া পূর্ব্ব স্মৃতির আবেগে আবার ইউলিসিজে্র চক্ষে জল আসিল। ইউলিসিজ্‌কে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা অ্যালসিনোয়াস্ এবার আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি ইউলিসিজ্‌কে বলিলেন, "অতিথি, তুমি ট্রয় যুদ্ধের গান শুনে বারে বারে কাঁদছ কেন? তুমি কে? কোথায় তোমার দেশ?" রাজার সস্নেহ অনুরোধে বাধ্য হইয়া ইউলিসিজ্ বলিলেন, "আমিই সেই ট্রয় ধ্বংস-কারী ইউলিসিজ্।" সেই ভুবন বিখ্যাত বীরকে সম্মুখে দেখিয়া ফিয়েসিয়ান্‌রা বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। পরে অ্যালসিনোয়াসের অনুরোধে ইউলিসিজ্ ট্রয় হইতে বাহির হইয়া এ পর্য্যন্ত তাঁহার অদৃষ্টে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল একে একে সমস্ত বলিলেন। সকলেই মুগ্ধ হইয়া সেই অদ্ভুত ভ্রমণকাহিনী শুনিতে লাগিলেন। শেষে সকলের হইয়া রাজাই বলিলেন্ "ইউলিসিজ্, তুমি ঢের দুঃখ কষ্ট পেয়েছ, এখন আমাদের এখানে কিছুদিন থাক, তোমার কোন কষ্ট

থাকবে না ।” রাণীও তাঁহার কন্যার মনের ভাব বুঝিয়া ইউলিসিজ্‌কে রাখিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইউলিসিজের বাটিতে ফিরিবার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছিল। তিনি সে অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না।

ফিয়েসিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ ।

ইউলিসিজ্‌ থাকিবেন না শুনিয়া তাঁহার মান রাখিবার জন্য ফিয়েসিয়ান্‌দের বড় লোকেরা অনেকেই নানা রকম উপহার আনিয়া ইউলিসিজ্‌কে দিতে লাগিল। রাজা ধন রত্নও নিজের ব্যবহারের সোণার পিয়ালা দিলেন ; রাণী নিজের হাতে বোনা ভাল কাপড় আনিয়া দিলেন। সেই সব উপহারের জিনিস একটা সিন্দুকে পুরিয়া ইউলিসিজ্‌ নিজে সেই সিন্দুকটী দড়ি দিয়া বাঁধিলেন। বাঁধিবার সময় দড়িতে এমন কৌশল করিয়া ফাঁস দিলেন যে সে ফাঁস যে খুলিতে না জানে সে কিছুতেই খুলিতে পারিবে না। (সেই ফাঁস হইতেই বোধ হয় ইংরাজ নাবিকেরা ও আমাদের ঘরামিরা দড়িতে ফাঁস দিতে শিখিয়াছে !) ফিয়েসিয়ান্‌দের অতিথি-সেবায় তুষ্ট হইয়া ইউলিসিজ্‌ সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলেন।

রাজা অ্যালসিনোয়াস্‌ তাঁহার নিজের তরীতে ফিয়েসিয়ান্‌ নাবিকদের দিয়া ইউলিসিজ্‌কে ইথাকায় পাঠাই-

লেন। দেবরাজ জুপিটার ফিয়েসিয়ান্‌দের ভালবাসিতেন। তাহারা ইউলিজ্‌কে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল বলিয়া নেপচুন্ এবার ইউলিসিজের কিছু অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। ইথাকার কাছে পঁহুছিয়া ইউলিসিজ্ ঘুমাইয়া পড়িলেন। সেই ঘুমন্ত অবস্থায় ফিয়েসিয়ান্ নাবিকেরা তাঁহাকে ইথাকা দ্বীপের সমুদ্রের তীরে একটা জলপাই গাছের তলায় শোয়াইয়া দিয়া ও তাঁহার কাছে সেই উপহারের জিনিস-পোরা সিন্দুকটী রাখিয়া তাহাদের তরী লইয়া দেশে ফিরিয়া গেল।

ইথাকায় প্রত্যাবর্ত্তন।

ইউলিসিজের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন অপরাহ্ণ কাল। মিনার্ভাদেবী চারিদিক কুয়াসায় আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন। ইউলিসিজ্ ভাবিলেন এ আবার কোথায় আসিলাম! মিনার্ভা একজন মেষ পালকের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে তিনি ইথাকায় আসিয়াছেন। মিনার্ভা তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি নিজের পরিচয় না দিয়া একটা মিথ্যা গল্প বলিলেন। মিনার্ভা হাস্য করিয়া স্বমূর্ত্তিতে দেখা দিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে রক্ষা করবার জন্য সদাই কাছে কাছে ফিরছি, আর আমার সঙ্গেও তোমার চাতুরী?" ইউলিসিজ্ লজ্জিত হইলেন।

পূর্ব্ব ইতিহাস।

তাহার পর মিনার্ভা ইউলিসিজ্‌কে, তিনি ট্রয় যুদ্ধে যাইবার পর ইথাকায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সমস্ত বলিতে লাগিলেন। ইউলিসিজ্‌ তখন জানিতে পারিলেন যে ট্রয় যুদ্ধ শেষ হইলে যখন আর সব রাজারা গ্রীসে ফিরিয়া আসিল কিন্তু সাত বৎসর কাটিয়া যাইলেও ইউলিসিজ্‌ আসিলেন না, তখন ইথাকার লোকেরা ভাবিল ইউলিসিজের মৃত্যু হইয়াছে। এই ভাবিয়া ইথাকার উচ্চবংশের যুবকেরা তাঁহার স্ত্রী পেনেলোপীকে বিবাহ করিবার জন্য ও তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবার লোভে তাঁহার বাটীতে আসিতে লাগিল। সাধ্বী পেনোলোপীর মনে কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে ইউলিসিজ্‌ ফিরিয়া আসিবেন। বিবাহের জন্য উন্মত্ত যুবকেরা সে কথা শুনিল না। তাহারা ক্রমে আসিয়া ইউলিসিজের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিল, তাঁহারই খাইতে লাগিল ও বাড়ীতে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে লাগিল। ইউলিসিজের পুত্র টেলিমেকাস্‌কে তাহারা বালক বলিয়া গ্রাহ্যও করিত না।

পেনেলোপীর বস্ত্র বয়ন।

পেনেলোপীকে সেই সব উদ্ধত যুবকেরা তাহাদের মধ্যে একজনকে বররূপে বাছিয়া লইবার জন্য ভারি

জেদ করিতে লাগিল। শেষে তাহাদের কিছুদিন ভুলাইয়া রাখিবার জন্য পেনেলোপী একটা ফিকির খাটাইলেন। তিনি বাড়ীর বড় ঘরে একটা প্রকাণ্ড তাঁত খাটাইয়া একখানা কারুকার্য্য করা কাপড় বুনিতে আরম্ভ করিলেন ও বলিলেন যে সেই কাপড়খানি তিনি তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর লেয়ার্টজের মৃত্যু হইলে তাঁহার মৃতদেহ আবরণের জন্য বুনিতেছেন। সেই কাপড় বোনা যতদিন না শেষ হয় ততদিন তিনি বর পছন্দ করিতে পারিবেন না। পেনেলোপী করিতেন কি, দিনে যে টুকু বুনিতেন রাত্রে তাহা খুলিয়া রাখিতেন। কাযেই তাঁহার কাপড় বোনা আর শেষ হয় না। এই রকমে পেনেলোপী আশায় আশায় তিন বৎসর কাটাইলেন কিন্তু ইউলিসিজ্ আসিলেন না দেখিয়া ক্রমে তিনিও হতাশ হইয়া পড়িলেন। এদিকে সেই যুবকেরা, পেনেলোপীর জন কতক দুষ্টা দাসীর সঙ্গে ভাব করিয়া, একদিন পেনোলোপী যখন রাত্রে লুকাইয়া কাপড়ের বোনা খুলিতেছেন সেই সময়ে গিয়া তাঁহার প্রতারণা হাতে হাতে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর হইতে আর তাহারা পেনেলোপীর কোনও ওজরই শুনিতেছে না, দিবারাত্রি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য জ্বালাতন করিতেছে।

টেলিমেকাসের স্পার্টায় যাত্রা।

এদিকে টেলিমেকাস্ দেখিলেন যে সেই অত্যাচারী যুবকেরা তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিতে বসিয়াছে। তিন বৎসর ধরিয়া তাহারা জামাই আদরে তাঁহার বাটীতে বসিয়া তাঁহার পিতার সঞ্চিত দামী পুরাতন সুরা ও খাদ্যদ্রব্য খাইয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। আর কিছুকাল এই রকম চলিলে তিনি পথে বসিবেন। সেই জন্য তিনি এক একবার জ্বালাতন হইয়া মনে মনে করিতেন যে পেনেলোপী যদি ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করিয়া চলিয়া যান তাহা হইলে তিনি সেই পাপীদের হাত থেকে নিস্তার পান। সেই সময়ে মিনার্ভাদেবী, তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী মেণ্টরের রূপ ধরিয়া, তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, ঘরে বসিয়া না থাকিয়া যে সব রাজারা ট্রয় হইতে ফিরিয়াছে তাহাদের কাছে গিয়া পিতার সন্ধান লইলে ভাল হয়। মেণ্টরকে ইউলিসিজ্ তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রের অভিভাবক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। মেণ্টরের উপদেশ টেলিমেকাসের মনে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইল। ইথাকার যুবকেরা সে কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। বৃদ্ধেরাও টেলিমেকাস্‌কে জাহাজ দিতে রাজি হইল না। শেষে মেণ্টরবেশী মিনার্ভাদেবীই তাঁহাকে জাহাজ মিলাইয়া

দিলেন ও নিজে সঙ্গে করিয়া, প্রথমে পাইলসের রাজা বৃদ্ধ নেষ্টরের কাছে, পরে স্পার্টার রাজা মেনেলসের কাছে লইয়া যাইলেন। বৃদ্ধ নেষ্টর টেলিমেকাস্‌কে খুব যত্ন আদর করিলেন, কিন্তু ইউলিসিজের ঠিক সংবাদ দিতে পারিলেন না। স্পার্টায় মেনেলস্‌ ও সুন্দরী হেলেন তাঁহাকে এত আদর যত্ন করিতে লাগিলেন যে তাঁহাদের সস্নেহ অনুরোধ ঠেলিয়া টেলিমেকাস্‌ বাহির হইতে পারিলেন না। সেখানে তাঁহার অনর্থক এক মাস দেরী হইয়া গেল। শেষে মেণ্টরের ভর্ৎসনায় তিনি তাড়াতাড়ি স্পার্টা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। মেনেলস্‌ও তাঁহাকে ইউলিসিজ্‌ কোথায় আছেন তাহা বলিতে পারিলেন না। কিন্তু নেষ্টর ও মেনেলস্‌ দুইজনেই বলিলেন যে ইউলিসিজ্‌ বাঁচিয়া আছেন ও নিশ্চয়ই শীঘ্র ইথাকায় ফিরিবেন। টেলিমেকাস্‌ সেই কথায় ভরসা পাইয়া ইথাকায় আসিতেছে। চল্লিশ দিন হইল সে ইথাকা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার বাটী ফিরিবার সময় হইয়াছে।

মিনার্ভা দেবীর উপদেশ।

এই সব সংবাদ দিয়া মিনার্ভাদেবী ইউলিসিজ্‌কে বলিলেন, "এখন যাও, যা'তে শীঘ্র শত্রু নিপাত করে'

স্ত্রীকে মনের কষ্ট থেকে উদ্ধার করতে পার তাই করগে। আমি তোমার সহায় রহিলাম।” এই কথা বলিয়া মিনার্ভা, ইউলিসিজের সেই উপহারের জিনিস পোরা সিন্দুকটী, নিকটেই মৌচাকে ঢাকা একটা পাহাড়ের গর্ত্তে লুকাইয়া রাখিয়া, ইউলিসিজের মস্তকে তাঁহার হস্তের স্বর্ণদণ্ড স্পর্শ করিলেন; অমনি ইউলিসিজের যে চেহারা দেখিয়া নসিকা সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, সার্সি ও ক্যালিপ্সো মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সুন্দর রূপ কোথায় চলিয়া গেল। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গেল, চক্ষের জ্যোতিঃ নিবিয়া গেল, সেই সুচিক্কণ কোঁকড়া চুল সাদা হইয়া গেল, তাঁহার কাপড় চোপড় গুলাও ছেঁড়া ও ময়লা হইয়া গিয়া তিনি একজন বৃদ্ধ ভিখারীর মত হইয়া গেলেন। মিনার্ভা বলিলেন “যাতে শত্রুরা তোমাকে চিন্‌তে না পারে তাই এ রকম চেহারা করে দিলুম। এখন যাও তোমার শূকরপালক ইউমিয়াসের বাড়ী যাও। সে তোমার হিতৈষী।” এই বলিয়া মিনার্ভা-দেবী অদৃশ্য হইলেন।

প্রভুভক্ত ইউমিয়াস্।

ইউমিয়াস্ নগরের বাহিরে বনের ধারে বাস করিত। সে ইউলিসিজের শূকরের দল পালন করিত কিন্তু

তাহার নিজেরও মানসম্ভ্রম ছিল—ক্রীতদাস ছিল। ইউলিসিজের পিতা তাহাকে নিজের বাটীতে বালককাল হইতে পুত্রের মত লালন পালন করিয়াছিলেন। ইউমিয়াসের বাটীতে যখন ইউলিসিজ্ পঁহুছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সে ইউলিসিজ্‌কে বিদেশী অতিথি ভাবিয়া বাড়ীতে স্থান দিল এবং অতিথিকে পরিতোষ সহকারে আহার করাইবার জন্য একেবারে দুইটী শূকর মারিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিতে দিল। আহারাদির পর কথায় কথায় ইউলিসিজ্ জানিতে পারিলেন যে ইউমিয়াস বড়ই প্রভুভক্ত, সে এতদিন ইউলিসিজ্ বাটীতে ফিরিয়া আসিবেন এই প্রত্যাশায় ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। ইউলিসিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজের পরিচয় গোপন করিয়া বলিলেন, ‘আমার এই ছেঁড়া কাপড় দেখে হয় ত তুমি বিশ্বাস করবে না ; কিন্তু সত্য সত্যই আমি একজন রাজার ছেলে— ক্রীট দ্বীপের রাজা আইডোমিনিউজ্ আমার ভাই। আমি তাঁর সঙ্গে ট্রয়যুদ্ধে গিয়েছিলাম। ইউলিসিজের পাশে দাঁড়িয়ে আমি যুদ্ধ করেছি। সেখান থেকে ফিরে এসেও ক্রীট দ্বীপে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি নিশ্চয় বলতে পারি তিনি দেশে ফিরে এলেন বলে।” ইউমিয়াস্ কিন্তু সেই সুসংবাদে বিশ্বাস করিতে পারিল

না। সে বলিল "আর তুমি আমায় মিথ্যে আশায় আকাশে তুলে শেষে মাটিতে ফেল না। কতবার কতলোক এসে আমায় প্রভুর আসবার কথা বলে লোভ দেখিয়ে ফাঁকি দিয়ে বক্‌সিস্ নিয়ে গেছে। আর আমি সে সব কথায় ভুলছি না।" উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। ইউমিয়াস্ অতিথির যাহাতে রাত্রে ভাল ঘুম হয় তাহার জন্য গরম কম্বল পাতিয়া বিছানা করিয়া দিতে বলিল।

টেলিমেকাসের প্রত্যাবর্ত্তন।

পরদিন সকালে ইউমিয়াস্ নিজে হাতে করিয়া একটী পিয়ালায় মদ মিশাইয়া ইউলিসিজের জন্য সরবৎ তৈয়ারী করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিল। ইউলিসিজ্ সেই সরবৎ পান করিতেছেন এমন সময় একজন সুশ্রী যুবাপুরুষ ইউমিয়াসের বাটীতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ইউমিয়াস্ ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে বুকে ধরিলেন, আনন্দে তাঁহার অশ্রু ঝরিতে লাগিল। যুবক ইউলি-সিজের পুত্র টেলিমেকাস্। স্পার্টা হইতে ফিরিবার সময় তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পেনেলোপীর বিবাহ-প্রার্থী যুবকেরা ষড়যন্ত্র 'করিয়াছিল ও জলপথে লোক পাঠাইয়াছিল। ভাগ্যক্রমে পেনেলোপী সে কথা জানিতে পারাতে তাহাদের সে কুচক্র ভাঙ্গিয়া যায়।

সেই সংবাদ পাইয়া টেলিমেকাস্ ইথাকার প্রধান বন্দরে না নামিয়া, দূরে—ইউমিয়াসের বাটীর কাছে—জাহাজ আনিয়া নামিয়াছেন, এবং একেবারে বাটীতে না গিয়া ইউমিয়াসের কাছে বাটীর তখনকার অবস্থার কথা জানিতে আসিয়াছেন।

রাজপুত্র আসিয়াছেন শুনিয়া ইউলিসিজ্ নিজের মনোভাব গোপন করিয়া, টেলিমেকাস্‌কে নিজের আসন ছাড়িয়া দিতে গেলেন। টেলিমেকাস্ কিন্তু বৃদ্ধ অতিথির সে কথা কিছুতেই শুনিলেন না, তাঁহাকে বসিতে বলিয়া, নিজে অন্য আসনে বসিলেন। ইউমি-য়াস্ তাঁহাকে আহারাদি করাইলে তিনি অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইউমিয়াস্ ইউলিসিজের মুখে যে পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহাই বলিল। তাহার পর টেলিমেকাস্ বাটী যাইবার আগে ইউমিয়াস্‌কে দিয়া তাঁহার মাতা পেনেলোপীর কাছে গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি নিরাপদে ইথাকায় ফিরিয়াছেন। যদি বাধা না থাকে তাহা হইলে সেই দিনেই বাটীতে যাইবেন।

পিতা পুত্রে।

ইউমিয়াস্ যাইতেই মিনার্ভাদেবী টেলিমেকাসের অলক্ষ্যে আসিয়া ইউলিসিজ্‌কে পুত্রের কাছে পরিচয়

দিতে বলিলেন, এবং তাঁহার মাথায় সোণার কাঠি ঠেকাইলেন। দেখিতে দেখিতে ইউলিসিজের নিজের চেহারা ফিরিয়া আসিল—তাঁহার ভিখারীর ছিন্ন বস্ত্র রাজার পোষাক হইয়া গেল। তবুও কিন্তু টেলিমেকাস্ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না—তিনি মনে করিলেন বুঝি কোন দেবতা আসিল। ইউলিসিজ্ যখন ট্রয়যুদ্ধে যান তখন টেলিমেকাস শিশু মাত্র, তাহার পর বিশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইউলিসিজ্ বলিলেন "আমি দেবতা নই, আমিই তোমার পিতা ইউলিসিজ্, আজ বিশ বৎসরের পর অনেক কষ্টে আমি দেশে এসেছি।" সে কথা শুনিয়া টেলিমেকাস্ পিতার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ইউলিসিজ্ পুত্রকে বুকে করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পরে নিজ নিজ কথা বলিতে লাগিলেন। ইউলিসিজ্ পুত্রের মুখেও ইথাকার যুবকদের অত্যাচারের কথা শুনিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন এবং টেলিমেকাস্ তাঁহার পুত্র হইয়া সেই অত্যাচার এতদিন সহ্য করিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। টেলিমেকাস্ বলিলেন "আমি কি করিব, আমি একা আর শত্রুরা একশ'র বেশী, তা'রা আবার যে সে লোক নয়—ইথাকায় তাদের ওপর কথা কয় এমন সাধ্য কার আছে? আমি একা তাদের

সঙ্গে পেরে উঠব না বলে কিছু করতে পারিনি।” ইউ-লিসিজ্ বলিলেন “এইবার তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে।” টেলিমেকাস্ বলিলেন “আমরা দুজনেই বা কি করে অত লোকের সঙ্গে পেরে উঠব তা’ত বুঝতে পারছি না।” ইউলিসিজ্ পুত্রের কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন “রণদেবী মিনার্ভা আর স্বয়ং দেবরাজ জুপিটার আমাদের সহায় আছেন—আর কারো কি সাহায্য দরকার হবে মনে কর?” পরে তিনি কি উপায়ে শত্রুদের বধ করিবেন তাহা প্রকাশ করিয়া টেলিমেকাসের সঙ্গে সেই বিষয়ে অনেক ক্ষণ পরামর্শ করিলেন। শেষে ইউলিসিজ্ বলিলেন “কিন্তু সাবধান, আমি এসেছি একথা জনপ্রাণীও যেন এখন টের না পায়। এমন কি তোমার মাকেও একথা এখন বোলো না। তা’হলে সব পণ্ড হবে।” এই কথা বলিয়া ইউলিসিজ্ টেলিমেকাস্‌কে আগে বাড়ী যাইতে বলিলেন এবং তিনি পরে সেই ভিক্ষুকের বেশেই ইউমিয়াসের সঙ্গে সেখানে যাইবেন স্থির করিলেন। সেই সময়ে ইউমিয়াস্‌কে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া মিনার্ভাদেবী আসিয়া আবার ইউলি-সিজের মস্তকে সেই স্বর্ণদণ্ড স্পর্শ করিলেন। ইউলি-সিজ্ আবার সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মত হইয়া গেলেন। ইউমিয়াস্ আসিয়া টেলিমেকাস্‌কে বলিলেন যে পেনে-

লোপী তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন।

টেলিমেকাস্ বাটীতে যাইয়া নেষ্টর ও মেনেলস্ তাঁহাকে যে সব কথা বলিয়াছেন, কত আদর যত্ন করিয়াছেন, ও ইউলিসিজ্ শীঘ্রই ইথাকায় ফিরিবেন আশা দিয়াছেন, সমস্তই তাঁহার মাতাকে বলিলেন। কিন্তু ইউলিসিজ্ যে ইথাকায় আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যে দেখা হইয়াছে সে কথা গোপন রাখিলেন। পেনেলোপী পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ পাইলেন।

বিশ্বাসঘাতক মেলান্থাস্।

টেলিমেকাস্ চলিয়া যাইলে ইউলিসিজ্ ইউমিয়াস্কে বলিলেন "এখানে বসে থেকে কি করব। চল ইউলিসিজের বাড়ীতে গিয়ে সেই পাপী যুবকদের কাণ্ড দেখে আসি।" ইউমিয়াস্ সম্মত হইয়া ইউলিসিজের বাটীতে তাঁহাকে লইয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে ইউলিসিজের ছাগ-পালক মেলান্থ্যাসের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হইল। ইউমিয়াস্ যেমন প্রভুভক্ত মেলান্থাস্ তেমনই বিশ্বাসঘাতক। সে এখন শত্রু যুবকদের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহাদের সমস্ত কুকার্য্যে সাহায্য করিতেছে।

সে ইউমিয়াসের সঙ্গে ভিক্ষুকবেশী ইউলিসিজ্‌কে দেখিয়া উপহাস করিতে লাগিল, অপমানের কথা বলিতে লাগিল, শেষে ইউলিসিজ্‌কে গালি দিয়া অকারণে তাঁহাকে একটা পায়ের ঠোক্কর মারিল। ইউলিসিজের একবার ইচ্ছা হইল—সেই বিশ্বাসঘাতককে এক আছাড় দিয়া মারিয়া ফেলেন, কিন্তু তাহাতে পাছে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি তখনই রাগ সামলাইয়া লইলেন।

ইউলিসিজের বাটী।

ক্রমে তাঁহারা ইউলিসিজের বাটীর সম্মুখে গিয়া পঁহুছিলেন। ইথাকা ছোট একটী পাহাড়ে দ্বীপ। দ্বীপের মাঝখানে একটী উচ্চ স্থানে ইউলিসিজের বাটী। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী, সমস্তই কাঠে গড়া। বাড়ীর চারি ধারে খুব শক্ত কাঠের প্রাচীর। বাড়ীর উপর হইতে ইজিয়ান সাগরের নীল জলে, ঢেউয়ের খেলা দেখা যায়। বাড়ীর সামনে ঘেরা জায়গার মধ্যে বড় উঠান। উঠান পার হইয়া প্রশস্ত গাড়ি-বারান্দা, সেখানে অনেক লোক বসিতে পারে। তাহার পর প্রকাণ্ড হলঘর। হলঘরের পেছনের দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে যাইবার ও উপরে উঠিবার পথ আছে। উপরের তলায় পেনেলোপীর ঘর

ও দাসীদের থাকিবার স্থান। বাড়ীর পশ্চাৎভাগে বাগান।

প্রভুভক্ত কুকুর।

বাড়ীর বাহিরের ফটকের কাছে যাইতেই ইউলিসিজের গলার স্বর শুনিয়া একটী বৃদ্ধ কুকুর লেজ নাড়িতে নাড়িতে তাঁহার পায়ের কাছে আসিল। ইউলিসিজ্ চিনিতে পারিলেন সেটী তাঁহারই পোষা কুকুর—আর্গস। এক সময়ে সে তাঁহার শিকারের সাথী ছিল—তাহার বল বিক্রমই বা কত ছিল—ইউলিসিজ্ তাহাকে আদর যত্নই বা কত করিতেন। ইউলিসিজ্ যুদ্ধে যাইবার পর তাহাকে কেহ তেমন যত্ন করিত না। এখন সে বুড়া হইয়াছে বলিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিয়াছে—সে এখন বাহিরে গোবরের গাদায় পড়িয়া থাকে। সে যেন ইউলিসিজ্কে দেখিবার জন্যই বাঁচিয়াছিল। সে তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টে করুণ নয়নে চাহিয়া, তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া, দেখিতে দেখিতে মরিয়া গেল। সেই প্রভুভক্ত কুকুরটীর জন্য ইউলিসিজের চক্ষে জল আসিল।

ইউলিসিজের ভিক্ষা।

ইউমিয়াসের সঙ্গে ইউলিসিজ্ যখন বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন মধ্যাহ্ন কাল। হলঘরে পেনেলোপীর পাণি-প্রার্থী সেই যুবকেরা আহার করিতেছিল। ইউলি-সিজেরই পুরাতন গায়ক ফিমিয়াস্ তাহাদের খুসী করিবার জন্য গান গায়িতেছিল। শূকর-পালকের সঙ্গে একটী বৃদ্ধ ভিক্ষুককে আসিতে দেখিয়া পানভোজনে রত সেই যুবকেরা চটিয়া গেল। একজন বলিল "ইউমিয়াস্ তোর দিন দিন আক্কেল বাড়ছে বুঝি? ইথাকায় কি ভিখিরী নেই যে আবার একটা নতুন ভিখিরীকে নিয়ে এসেছিস?" টেলিমেকাস্ ভিখারীবেশী পিতাকে রুটী ও মাংস খাইতে দিলেন এবং ইউমিয়াস্কে দিয়া গোপনে বলিয়া পাঠাইলেন যে আর সব যুবকদের কাছেও যেন ইউলিসিজ্, সে কালের অতিথিদের প্রথামত, খাদ্য ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে কে কেমন লোক তাহা বুঝিতে পারিবেন। টেলিমেকাসের কথানুযায়ী ইউলিসিজ্ যুবকদের কাছে একে একে খাদ্য চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহ এক টুকরা রুটী, কেহ বা একটু মাংস দিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে দুষ্ট অ্যাণ্টিনোয়াস্ কিছুই দিল না।

অ্যাণ্টিনোয়াসের টুল ছোড়া।

ইউলিসিজ্ অ্যাণ্টিনোয়াস্‌কে তুষ্ট করিবার জন্য তাহার সুন্দর চেহারার সুখ্যাতি করিলেন, তাহাকে বুঝাইবার জন্য ইহাও মনে করাইয়া দিলেন যে পৃথিবীর কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আজ যে রাজা আছে কাল হয়ত সে ভিখারী হইবে। কিন্তু অ্যাণ্টিনোয়াস্ মিষ্ট কথায় ভুলিবার পাত্র ছিল না। সে ইউলিসিজ্‌কে কটু কথা বলিয়া তফাতে যাইতে বলিল। সেই কথা শুনিয়া ইউ-লিসিজ্ যেমন বলিলেন তাহাকে বাহিরে দেখিতে ভাল কিন্তু তাহার ভিতর অত কাল কেন, অমনি সে তাহার পায়ের টুলটা ছুড়িয়া সজোরে ইউলিসিজ্‌কে মারিল। ইউলিসিজ্ বলবান ছিলেন বলিয়া সে আঘাতে তাঁহার কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু অন্য লোক হইলে পড়িয়া যাইত। ইউলিসিজ্ দরজার কাছে সরিয়া গিয়া, ভিক্ষার ঝুলি সেইখানে রাখিয়া, দুই হাত উপরে তুলিয়া বলিলেন "তোমরা সব দেখলে, আমি ওর কিছু করিনি ও আমায় শুধু শুধু মারলে। আমার অপরাধ কি না আমি ক্ষিধের জ্বালায় কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু ওপরে যদি দেবতারা থাকেন তা'হ'লে তাঁরা যেন ওকে এর শাস্তি দেন—বিয়ে হ'বার আগেই যেন ওর মরা দেহ এই রাজ-

বাড়ীর মেঝের ওপর গড়াগড়ি যায়।” এই বলিয়া ইউ-লিসিজ্ সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

অ্যান্টিনোয়াসের আচরণ দেখিয়া তাহার বন্ধু সেই পাপী যুবকেরা অবধি লজ্জা পাইল। তাহারা অ্যান্টি-নোয়াস্‌কে বলিল “ছি ছি! অতিথিকে অমন করে মারতে আছে—কে জানে যদি কোন দেবতাই ছল করে এসে থাকেন।”

টেলিমেকাস্ দূর হইতে পিতার লাঞ্ছনা দেখিয়া রোষে ও দুঃখে মরমে মরিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি এক বিন্দু চোখের জলও ফেলিলেন না, পাছে কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

ইউরিমেকাসের আশা।

সেই সময় পেনেলোপী টেলিমেকাসের সঙ্গে কথা কহিতে সেখানে আসিলেন। মিনার্ভা তখন সদ্যস্নাতা পেনেলোপীর রূপের ছটা এমন বাড়িয়ে দিয়াছিলেন যে সে রূপ দেখিয়া সেই সব যুবকেরা অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। ইউরিমেকাস্ সে রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সেই সব যুবকদের মধ্যে ইউরিমেকাস্‌ই সকলের চেয়ে ধনী, তাহার বলিবার কহিবার ক্ষমতাও সকলের চেয়ে ভাল ছিল।

সে ভাবিয়াছিল পেনেলোপী তাহাকেই শেষে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিবে ও সে-ই ইথাকার রাজা হইবে। সে অ্যাণ্টিনোয়াসের মত বাহিরে অভদ্রতা করিত না। সে ভারি ধূর্ত্ত। বাহিরে সে যেন অমায়িক লোক কিন্তু ভিতরে সেও ভাল লোক ছিল না। পেনেলোপী ইউরিমেকাসের কথায় রাগ করিয়া কোন উত্তর দিলেন না।

পেনেলোপীর উপহার প্রার্থনা।

সেই কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকদের হাত থেকে তখনকার মত নিষ্কৃতি লাভের আশায় ও তাহাদের অপদস্থ করিবার জন্য পেনেলোপী বলিলেন "সব বরেরাই ভাবী কনেকে কিছু না কিছু উপহার দিয়ে থাকে। তোমাদের কিন্তু সবই উল্টো। তোমরা কেবল আমারই খাচ্ছ আর নিচ্ছ, তোমাদের কি কিছু দিতে নেই?" এই কথায় যুবকেরা লজ্জা পাইয়া কেহবা তখনি গহনা, কাপড় প্রভৃতি যাহা কিছু কাছে ছিল আনিয়া দিল, কেহবা বাড়ী থেকে উপহারের জিনিস আনিতে লোক পাঠাইল। কিন্তু কেহই ইউলিসিজের বাড়ী ছাড়িয়া নিজে যাইতে রাজি হইল না, তাহারা বলিল "বিয়ের একটা হেস্ত নেস্ত না করে আমরা এখান থেকে নড়্ছি না।"

পেনেলোপী দূর হইতে বিদেশী অতিথিকে দেখিতে পাইয়া, যদি তাহার কাছে স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায় এই আশায়, টেলিমেকাস্‌কে দিয়া ইউলিসিজ্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু পাছে দিনের বেলা তাঁহাকে দেখিয়া পেনেলোপী চিনিয়া ফেলেন এই ভয়ে ইউলিসিজ্‌ যাইলেন না, বলিলেন রাত্রে তিনি দেখা করিবেন। পেনেলোপী উপরে চলিয়া গেলেন। ইউমিয়াস্‌ও পরদিন আবার আসিবেন বলিয়া সে দিনের মত নিজের বাটীতে চলিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

আইরাসের সহিত মুষ্টিযুদ্ধ।

ইউমিয়াস্‌ যাইতেই সেখানে একজন দীর্ঘাকার লোক আসিল। তাহার নাম আইরাস্‌, সেও একজন ভিক্ষুক। সে ঐ সব নির্লজ্জ যুবকদের মন যোগাইয়া তাহাদের সুনজরে পড়িয়াছিল। সে ইউলিসিজ্‌কে দেখিয়াই জ্বলিয়া গেল, ভাবিল "এ ভিখিরীটা আবার কোথা থেকে আমার ভাগিদার হতে এল।" সে ইউলিসিজ্‌কে গালাগালি দিয়া সেখান থেকে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আসিল। যুবকেরা, মজা দেখিবার জন্য, তাহাদের দুজনকে লড়িতে বলিল। ইউলিসিজ্‌ বলিলেন "আমি বুড় আর ও যুবা, ওর সঙ্গে আমার লড়া সাজে না। যা'হ'ক আমি লড়্‌তে

রাজি আছি, কিন্তু দেখো তোমরা যেন ওর সঙ্গে অন্যায় করে যোগ দিও না।" এই বলিয়া ইউলিসিজ্ তাঁহার গায়ের কাপড় খুলিয়া ফেলিলেন। আইরাস্ তাঁহাকে মারিবার জন্য আস্ফালন করিতেছিল, কিন্তু এখন তাঁহার বলিষ্ঠ শরীর দেখিয়া সে ভয়ে পিছাইয়া গেল। কিন্তু যুবকেরা তাহাকে টানিয়া আনিয়া লড়িতে বাধ্য করিল। আইরাসের মালসাট মারাই সার হইল, ইউলিসিজ্ এক ঘুসা মারিতেই তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল ও সে ধড়াস্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। ইউলিসিজ্ তাহাকে উঠানে টানিয়া আনিয়া দরজার পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন। যুবকেরা আহ্লাদে আটখানা হইয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিল।

যুবকেরা কিছুক্ষণ ইউলিসিজ্‌কে বাহবা দিতে লাগিল ও তাঁহাকে খাইতে দিল। কিন্তু একটু পরেই আবার তাহারা ইউলিসিজ্‌কে ঠাট্টা তামাসা ও অপমান করিতে লাগিল। একজন মদের ঝোঁকে ইউলিসিজ্‌কে একখানা টুল ছুড়িয়া মারিল। টুলটা একজন চাকরের গায়ে লাগিল। তাহার হাত হইতে মদের পিয়ালা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইল। ক্রমে রাত্রি হইতেই তাহাদের মাতলাম বাড়িতে দেখিয়া টেলিমেকাস্ তাহাদের বলিয়া কহিয়া শুইতে পাঠাইয়া দিলেন।

শত্রুবধের উদ্যোগ।

যুবকেরা যাইতেই ইউলিসিজ্ টেলিমেকাস্‌কে সেই হলঘরে যত অস্ত্রশস্ত্র ছিল সমস্ত অন্য জায়গায় লুকাইয়া রাখিতে বলিলেন। ইউলিসিজ ও টেলিমেকাস্ অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই সব অস্ত্রশস্ত্র সেখান হইতে বহিয়া লইয়া গেলেন। পরে পেনেলোপী নামিয়া আসিলে টেলিমেকাস্ মাতাকে অতিথিসেবার ভার দিয়া ঘুমাইতে যাইলেন।

পেনেলোপীকে আশ্বাস দান।

পেনেলোপী ইউলিসিজ্‌কে চিনিতে পারিলেন না। তিনি বৃদ্ধ অতিথিকে যত্ন করিয়া কাছে বসিতে বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ইউলিসিজ্ ক্রীটদ্বীপের রাজা আইডোমিনিউজের ভ্রাতা বলিয়াই আপনার পরিচয় দিলেন ও বলিলেন যে ট্রয়যুদ্ধ হইতে আসিয়া তিনি অনেক দেশে ঘুরিয়াছেন ও অনেক কষ্ট পাইয়াছেন। অল্পদিন হইল ইউলিসিজের সঙ্গে কি করিয়া তাঁহার দেখা হইয়াছিল তাহা জানাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "আমার দাদা আইডোমিনিউজ্ একদিন বাড়ীতে ছিলেন না এমন সময় ইউলিসিজ্ ক্রীটদ্বীপে এসে আমাদের বাড়ীতে অতিথি হলেন। আমিই দাদার হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা

করে', তাঁর আহারাদির বন্দোবস্ত করে দিলুম।" সে কথা সত্য কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য পেনেলোপী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁকে কি রকম দেখতে বলুন দেখি।" ইউলিসিজ্ চেহারার কথা কিছু না বলিয়া পেনেলোপী তাঁহাকে ট্রয়যুদ্ধে যাইবার সময় নিজের হাতে বোনা, বুকের উপর দুইটী তারা বসান যে পোষাকটী দিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন। সেই কথা শুনিয়া পেনেলোপীর চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। পেনেলোপীকে আশ্বাস দিবার জন্য ইউলিসিজ্ বলিলেন, "শুনেছি, তাঁহার জাহাজ-ভেঙ্গে যাওয়াতে তিনি ফিয়েসিয়ান্‌দের দেশে গিয়ে পড়েছিলেন। এইবার তিনি ইথাকায় আসছেন, বোধ হয় এতদিনে কাছেই ডিউলিকিয়ান্ দ্বীপে এসে পৌঁছেছেন। তিনি এই বৎসরের মধ্যেই সশরীরে এই ঘরে এসে দাঁড়াবেন তা আমি দিব্য করে বলতে পারি।" পেনে-লোপী সেই সুখবরে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কিন্তু মনে অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন।

ধাত্রী ইউরিক্লিয়া।

অতিথির সেবা করিবার জন্য পেনেলোপী দাসীদের ডাকিয়া আগে তাঁহাকে স্নান করাইয়া দিতে বলিলেন।



ইউরিক্লিয়া পা ধোয়াইতে গিয়া ইউলিসিজ্‌কে চিনিতে পারিল। (৮৩ পৃষ্ঠা)

ইউলিসিজ্ কিন্তু অন্য দাসীদের বিদায় করিয়া দিয়া কেবল ইউরিক্লিয়া নামে একজন বৃদ্ধা দাসীকে রাখিলেন। সে ইউলিসিজ্‌কে ছেলেবেলা হইতে লালন পালন করিয়াছিল। বালককালে ইউলিসিজের পায়ে একটা বন্যশূকর আঘাত করিয়াছিল, তাহাতে একটা বিচিত্র রকম দাগ থাকিয়া যায়। ইউলিসিজের পা ধুইয়া দিতে গিয়া সেই দাগ দেখিয়া ইউরিক্লিয়া চমকিয়া উঠিল, এবং তৎক্ষণাৎ ইউলিসিজ্‌কে চিনিতে পারিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু ইউলিসিজ্ তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সাবধান, একথা এখন কাহারও কাছে প্রকাশ করিস্‌নি,—পেনেলোপীর কাছেও না। তোকে আমি মা'র মত ভালবাসি, কিন্তু এ কথা যদি প্রকাশ হয় তা' হলে তোকে মেরে ফেলতেও আমি কুণ্ঠিত হব না।"

শত্রুবধের পূর্ব্বরাত্রি।

ইউলিসিজ্‌কে আহার করাইয়া, তাঁহার জন্য ভাল বিছানা করিয়া দিতে দাসীদের বলিয়া পেনেলোপী উপরে চলিয়া গেলেন। ইউলিসিজ্ কিন্তু সে শয্যায় শুইলেন না। তিনি দরদালানে একখানি গো-চর্ম্মের উপর শুইয়া, কি উপায়ে শত্রুদের নিপাত করিবেন তাহা

ভাবিতে ভাবিতে জাগিয়াই সে রাত্রি কাটাইয়া দিলেন। গভীর রাত্রে তিনি দেখিলেন বাগানে সেই পাপী যুবকদের সঙ্গে পেনেলোপীর জনকতক দুষ্টা দাসী গলাগলি করিয়া বেড়াইতেছে। দাসীগুলাকে শত্রুরা যে বশ করিয়াছে তাহা ইউলিসিজ্ জানিতে পারিলেন। সে রাত্রিতে পেনেলোপীরও ঘুম হইল না। তিনি নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন আবার যুবকেরা তাঁহাকে বর নির্ব্বাচন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, হয় ত আর কোন ওজরই শুনিবে না; সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মাথায়, কি উপায়ে তাহাদের আর কিছু দিন থামাইয়া রাখিবেন, তাহার একটা নূতন মতলব আসিল।

ইউলিসিজের ধনু।

পরদিন অ্যাপোলোদেবের উৎসব। সেই উপলক্ষে পানভোজনের ও আমোদআহ্লাদের জন্য যুবকেরা কিছু বিশেষ রকম আয়োজন করিয়াছিল। প্রভাত হইলেই পেনেলোপী অস্ত্রাগারে গিয়া ইউলিসিজের বৃহৎ ধনু, তীর ও বারখানি কুঠার বাহির করিয়া আনিলেন। সে গুলি সঙ্গে করিয়া লইয়া হলঘরে গিয়া তিনি যুবকদের ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তোমাদের সঙ্গে আর আমি চাতুরী করব না। যে তোমাদের মধ্যে আমার স্বামীর

ধনুকে ছিলা পরিয়ে এই বার খানি কুড়ুলের ভিতর দিয়ে তীর একধার থেকে ছুড়ে অন্য দিক দিয়ে বার করতে পারবে, তাকেই আমি বিয়ে করব।” সে কুঠারগুলির ফলার মাঝখানে একটী করিয়া ছিদ্র ছিল। পেনেলোপী ইউলিসিজ্‌কে কতবার ঐ খেলা খেলিতে দেখিয়াছেন,—তাঁহার বিশ্বাস ছিল যুবকদের মধ্যে কেহই সেই কঠিন খেলা খেলিতে পারিবে না। পেনেলোপী ইউমিয়াস্‌কে ডাকিয়া সেই বারখানা কুড়ুল সমান অন্তর সারি সারি কাতভাবে সাজাইয়া দিতে বলিলেন। কুড়ুল সাজান কিন্তু সহজ কথা নয়। টেলিমেকাস্‌ গিয়া সাবধানে কুড়ুলগুলি সাজাইয়া দিলেন, কুড়ুলের ফলার মাঝের ছিদ্রগুলি এক সরল রেখাতে রহিল।

যুবকদের শক্তি-পরীক্ষা।

কুঠারগুলি সাজাইয়া টেলিমেকাস্‌ ধনুতে ছিলা পরাইয়া তীর লাগাইয়া তিন বার টানিলেন, কিন্তু কোন বারেই ছিলা যতটা টানা দরকার তাহা পারিলেন না। চতুর্থ বারে তিনি ঠিক পারিবেন এই ভাবিয়া তীর ছুড়িতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ইউলিসিজের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি দেখিলেন, ইউলিসিজ্‌ ইসারা করিয়া তাহাকে নিষেধ করিতেছেন। অমনি তিনি হাত

গুটাইয়া ধনু রাখিয়া বলিলেন, “এ আমার কর্ম্ম নয়।” ইউলিসিজ্ ভাবিয়াছিলেন যে যদি টেলিমেকাস্ লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে, আর অন্য কেহ না পারে, তাহা হইলে সকলের চেয়ে শক্তিশালী বলিয়া দেশের লোকে টেলিমেকাস্‌কেই রাজা মনোনীত করিবে। সেই আক্রোশে এই যুবকেরা হয়ত তখনই সকলে মিলিয়া টেলিমেকাস্‌কে হত্যা করিবার জন্য আক্রমণ করিবে। তাহা হইলে ইউলিসিজের শক্রবধ করিবার সমস্ত আশা পণ্ড হইয়া যাইবে। তাই ইঙ্গিত করিয়া তিনি টেলিমেকাসকে তীর ছুড়িতে বারণ করিলেন।

যুবকেরা কেহই সেই শক্তি-পরীক্ষা দিতে সম্মত হইত না। কিন্তু তাহাদের দলের নেতা অ্যাণ্টিনোয়া-সের মনে মনে একটা গর্ব্ব ছিল সে একজন মস্ত বীর। সে নিজের বলপরীক্ষা দিতে রাজি হইল, কাজেই আর সব যুবকেরাও লজ্জার খাতিরে অমত করিতে পারিল না। অ্যাণ্টিনোয়াস্ প্রথমেই ধনু লইল। কিন্তু সে ধনুতে ছিলা পরাইতেও পারিল না। আইবেক্স হরিণের দুইটা শিং ইস্পাত দিয়া জুড়িয়া সেই ধনুটী তৈয়ারী করা। সে ধনু নোয়ান ভারি কঠিন। অ্যাণ্টিনোয়াস্ ধনুটাকে আগুনের তাপে গরম করিয়া তাহাতে চর্ব্বি মাখাইয়া লইল. তবুও সে কিছুতেই ধনু নোয়াইতে

পারিল না। তাহার পর ইউরিমেকাস্ ও অপরাপর যুবকেরা একে একে সকলেই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই সেই ধনু নোয়াইতে পারিল না। তাহাদের মানরক্ষা করিবার জন্য অ্যাণ্টিনোয়াস্ বলিল "আজ অ্যাপোলো-দেবের পর্ব্ব, আজকের দিনে এই বলের পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমরা অ্যাপোলোর অপমান করেছি। দেবতা রাগ করেছেন, আজ কি কখন পারা যায়? কাল আবার দেখা যাবে।"

বিশ্বাসী ফিলেইটিয়াস্।

যুবকেরা যখন ধনু নোয়াইতে চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় ইউলিসিজ্ ইউমিয়াস্‌কে ও ফিলেইটিয়াস্ নামক একজন রাখালকে আড়ালে লইয়া গিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, তোমাদের প্রভু ইউলিসিজ্ যদি এখন ফিরে আসেন, তাঁকে কি তোমরা সাহায্য করবে না?" তাহারা বলিল, "তা আবার করব না? তাঁর জন্য আমরা প্রাণ অবধি দিতে প্রস্তুত।" ইউলিসিজ্ বলিলেন "এই দেখ, আমি এসেছি," এই বলিয়া তিনি তাঁহার পায়ের সেই ক্ষত-চিহ্ন দেখাইলেন। তখন তাহারা প্রভুকে চিনিতে পারিল ও তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তিনি তাহাদের কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া যুবকদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

ভিখারীর স্পর্দ্ধা ।

যুবকেরা যখন ধনু ছাড়িয়া দিল তখন ইউলিসিজ্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দেখ তোমরা সকলে ত চেষ্টা করলে, এইবার আমায় একবার ধনুকটা দাও না, আগের মত আমার শক্তি আছে কিনা দেখি ?" ইউলিসিজের সেই কথা শুনিয়া যুবকেরা রাগে লাফাইয়া উঠিল। অ্যাণ্টিনোয়াস্ বলিল, "হতভাগা, তোর কি মদ খেয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে না আমাদের সঙ্গে বসে খেতে পেয়ে তোর বুকের পাটা বেড়ে গেছে ?" যুবকদের ক্রোধ দেখিয়া পেনেলোপী বলিলেন, "অতিথির কথায় রাগ কর কেন। অতিথি ধনুকে ছিলে পরাতে পারলে কি আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন, ভাবছ !" ইউরিমেকাস্ বলিল, "তা না হোক ; লোকে বল্‌বে কি ?" টেলিমেকাস্ বলিলেন, "আমার বাবার ধনুকে আমার যত দাবী অত আর কা'রো নেই। আমি বলছি অতিথিকে ধনুক দাও।" সেই কথা শুনিয়া ইউমিয়াস্ যুবকদের নিষেধ না মানিয়া ধনুটী লইয়া গিয়া ইউলিসিজের হাতে দিল। সেই সময়ে ইউলিসিজ্ ইউমিয়াস্‌কে বলিয়া দিলেন, "পেনেলোপীকে ও আর সব স্ত্রীলোকদের বাড়ীর ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে এইবার হলঘরের দরজা বন্ধ করে দাও।"

লক্ষ্য ভেদ।

ইউলিসিজ্ তাঁহার সেই পুরাতন প্রিয় ধনুটী হাতে করিয়া একবার চারিধার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন—পুরাতন হইয়া ধনুর কোন জায়গা অশক্ত হইয়াছে কি না। পরে নিমেষে জ্যা রোপণ করিয়া টঙ্কার দিতেই ধনু যেন আনন্দে পাখীর মত ডাকিয়া উঠিল। তাহার পর সেইখানে বসিয়াই ধনুর ছিলা আকর্ণ টানিয়া কুঠার-গুলি লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। তীর সেই বারখানা কুঠারের ছিদ্রের মধ্য দিয়া এক দিক হইতে অন্যদিকে বাহির হইয়া গেল। সকলে সেই অব্যর্থ শরসন্ধান দেখিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। ইউলিসিজ্ টেলিমেকাস্কে বলিলেন, "দেখ, তোমার অতিথি তোমাকে লজ্জা দেয় নাই।"

অ্যাণ্টিনোয়াস্ বধ।

এই কথা বলিয়া ইউলিসিজ্ তাঁহার গায়ের কাপড় কোমরে জড়াইয়া লইলেন এবং মিনার্ভাও সেই সময়ে অন্যের অদৃশ্যে আসিয়া ইউলিসিজের নিজের চেহারা ফিরাইয়া দিলেন। পলক না ফেলিতে ফেলিতে ইউলিসিজ্ সেই ধনু ও শরপূর্ণ তূণীর হস্তে ঘরের মধ্যস্থলে লাফাইয়া আসিলেন, এবং মেঝের উপর

পায়ের তলায় তীরগুলা ঝন্ ঝন্ করিয়া ছড়াইয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, এইবার দেখ, আর একটা লক্ষ্য ভেদ করি।" এই কথা বলিয়াই তিনি অ্যাণ্টিনোয়াস্‌কে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িলেন। অ্যাণ্টিনোয়াস্ মদের পিয়ালা মুখে তুলিতেছিল। তীর তাহার কণ্ঠ ভেদ করিল। তাহার মুখের পাত্র হস্ত হইতে খসিয়া গেল, তাহার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। (এই ঘটনা হইতে ইংরাজীতে একটী প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে, "There 's many a slip 'twixt the cup and the lip.") তাহার সেই গর্ব্বিত বন্ধুর দল এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা প্রথমে বুঝিতেই পারে নাই যে তীরটা হঠাৎ গিয়া লাগিল, না অতিথি ইচ্ছা করিয়া ছুড়িল। ইউলি-সিজের মুখের দিকে চাহিতেই তাহাদের সে ভ্রম ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা সকলে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল, "হতভাগা! তুই আজ ইথাকার শেরা যুবককে মেরেছিস্; তাকে আজ শকুনীকে দিয়ে খাওয়াব।"

ইউলিসিজের আত্মপ্রকাশ।

ইউলিসিজ্ তাহাদের আস্ফালনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া চীৎকার করিয়া উত্তর দিলেন, "কুকুর সব! তোরা





ইথাকায় শত্রুযুবকদের সহিত ইউলিসিজের যুদ্ধ। (৯১ পৃষ্ঠা)

Engraved & Printed by The Fine Art Printing Syndicate, Calcutta.

মনে করেছিস্ ইউলিসিজ্ মরেছে, আর আসবে না, তাই আমার বাড়ীতে বসে আমারই খেয়ে, আমার স্ত্রীকে বিয়ে করতে এসেছিস। চেয়ে দেখ্ তোদের যম এসেছে।” সেই কথা শুনিয়া তাহাদের মুখপাত্র হইয়া ইউরিমেকাস্ বলিল “তুমি যদি যথার্থ ইউলিসিজ্ই হও, তা’হলে তোমার যা কিছু ক্ষতি হয়েছে তা আমরা পূরণ করে দিচ্ছি। আর যত অনিষ্টের গোড়া ছিল অ্যাণ্টিনোয়াস্, সে যখন মারা গেছে, তখন আর আমাদের সঙ্গে বিবাদ করো না।” ইউলিসিজ্ কঠোর স্বরে বলিলেন, “তোরা যদি তোদের যথাসর্ব্বস্ব দিস্, তবুও তোদের একজনকেও ছাড়ব না।”

শত্রু বধ।

এই কথা শুনিয়া ইউরিমেকাস্ যুবকদের বলিলেন “ভাই সব! আত্মরক্ষা করতে প্রস্তুত হও, এ দেখছি যতক্ষণ তীর থাকবে ততক্ষণ আমাদের মারবে। সাবধান!” এই বলিয়া একদিক থেকে ইউরিমেকাস্ আর একদিক হইতে অ্যাম্‌ফিনোমাস্ নামক আর এক জন যুবক এক সঙ্গে ইউলিসিজ্‌কে আক্রমণ করিল। ইউলিসিজ্ তীর বিঁধিয়া ইউরিমেকাস্‌কে বধ করিলেন। টেলিমেকাস্ পিতার রক্ষার জন্য সতর্ক ছিলেন, তিনি বর্ষা বিদ্ধ করিয়া অ্যামফিনোমাস্‌কে মারিলেন। তাহার

পর ধনুর্ব্বাণ লইয়া ইউলিসিজ্ আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই অবসরে টেলিমেকাস্ তাঁহার জন্য ঢাল বর্শা ও শিরস্ত্রান আনিয়া দিলেন এবং দুই জনে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অস্ত্র আনিতে গিয়া টেলিমেকাস্ অস্ত্রাগারের দরজা বন্ধ করিয়া আসিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতক ছাগপালক মেলান্থাস্ সেই সন্ধান পাইয়া শত্রুদের বলিয়া দিল। শত্রু যুবকেরা এতক্ষণ অস্ত্র খুঁজিতে ছিল। তাহারা যে সব দাসীদের বশীভূত করিয়া ছিল তাহাদের দ্বারা অস্ত্র আনাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ইউলিসিজ্ ইউমিয়াস্কে ও সেই বিশ্বাসী রাখাল ফিলেইটিয়াস্কে হলঘর হইতে বাড়ীর ভিতরে যাইবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মেলানথাস্কে বন্দী করিতে বলিলেন। অস্ত্র আনা বন্ধ হওয়াতেই অল্পক্ষণের মধ্যে ইউলিসিজ্ একাই সেই সব যুবকদের একে একে বধ করিলেন।

শাস্তি দান।

সেকালে গ্রীক্ বীরদের শত্রুবধের সময় দয়া মমতার লেশ মাত্র থাকিত না। ইউলিসিজ্ পাষাণের মত কঠিন হইয়া তাঁহার কঠোর প্রতিহিংসা সাধন করিলেন। শত্রু যুবকদের বধ করিবার পর, যে দুষ্টা দাসীরা সেই সকল

যুবকদের সঙ্গে মিলিয়া তাঁহার বাড়ী পাপাচারে কলুষিত করিয়াছিল, তিনি তাহাদের ধরিয়া আনাইয়া সেই ঘরের সমস্ত রক্ত তাহাদের দিয়া মুছাইয়া লইলেন ও মৃতদেহ-গুলাকে উঠানে কাঠের প্রাচীরের ধারে বহাইয়া লইয়া যাইলেন। পরে সেই দাসীদের ফাঁসি দিয়া বধ করিতে টেলিমেকাস্‌কে আজ্ঞা দিলেন। বিশ্বাসঘাতক মেলান্-থাস্‌কে তিনি হাত পা নাক কাণ কাটিয়া দিয়া নিজেই প্রাণদণ্ড দিলেন।

তাহার পর ইউলিসিজ্ ইউরিক্লিয়াকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইউরিক্লিয়া আসিয়া শত্রু বধ হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু ইউলিসিজ্ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "শত্রু মেরে দর্প করতে নেই। দেবতারাই তাদের পাপের সাজা দিয়েছেন। আমি একটা উপলক্ষ মাত্র।"

পেনেলোপীর সন্দেহ।

পরে তিনি পেনেলোপীকে খবর দিবার জন্য ইউরি-ক্লিয়াকে পাঠাইয়া দিলেন। ইউরিক্লিয়ার মুখে পেনে-লোপী যখন শুনিলেন যে সেই অতিথিই তাঁহার স্বামী ইউলিসিজ্ তখন সে কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন কোন দেবতা আসিয়া

শত্রু বধ করিয়াছেন। যাহা হউক সেই সব অত্যাচারী যুবকদের হাত থেকে তিনি এইবার রক্ষা পাইলেন জানিয়া তাঁহার বুক থেকে যেন একখানা ভারি পাথর নামিয়া গেল। সেই সুখবর আনিয়াছে বলিয়া তিনি ইউরিক্লিয়াকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। একবার বা ঘোর সন্দেহে একবার বা অতি আশায় তাঁহার মন তখন উচাটন হইতেছিল;—তিনি সেই অবস্থায় অতিথিকে দেখিতে হলঘরে আসিলেন। ইউলিসিজ্ সেই ভিখারীর পোষাকেই একটী থামে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। বিশ বৎসর বিপদে আপদে নানা দেশের রোদ বৃষ্টিতে তাঁহার আকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল। পেনেলোপী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। পেনেলোপী হতাশভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ বৎসর অদর্শনের পর স্বামীর সঙ্গে এই রকম আচরণ দেখিয়া ইউরিক্লিয়া পেনেলোপীর নিন্দা করিতে লাগিল। টেলিমেকাসও রাগ করিয়া বলিলেন, “মা, তোমার কি দয়া মায়া কিছু নেই, তুমি কি একেবারে পাষাণী?” ইউলিসিজ্ কিন্তু বাহিরে কোনরূপ মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিলেন, “আমি যে ইউলিসিজ্ তার প্রমাণ পরে দেবো, এখন অন্য কাজ আছে।”

পরে টেলিমেকাস্‌কে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, ইথাকার এই যে সব বড় লোকদের ছেলেরা মারা গেল, এ গোলযোগ সহজে মিটবে মনে কোরো না; যতক্ষণ না আমি প্রজাদের সব জড় করে তাদের মনের ভাব জানতে পারছি, যতক্ষণ না আমার হয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ দিতে প্রস্তুত এমন সৈন্য সংগ্রহ করতে পারি, ততক্ষণ এই হত্যার কথা গোপন রাখতে হবে। আজ আমার এ বাড়ীতে নাচ গান যেমন হচ্ছিল তাই চলুক, উৎসবের বাজনা বাজাতে বলে দাও, যেন পেনেলোপী আজ এত দিন পরে একজনকে বর বেছে নিয়েছেন, বাহিরের লোকে মনে করুক তাই যেন বিয়ের উৎসব চলেছে।" এই কথা বলিয়া ইউলিসিজ্‌ স্নান করিতে যাইলেন।

সন্দেহ ভঞ্জন।

স্নান করিয়া আসিতেই মিনার্ভা আবার তাঁহার সেই কুঞ্চিত কেশ—সেই কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ ফিরাইয়া দিলেন। পেনেলোপী কিন্তু তখনও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। এইবার ইউলিসিজেরও অভিমান হইল, তিনি বলিলেন, "তোমাকে সত্যই দেখছি দেবতারা পাথরে গড়েছেন, নইলে দেশ বিদেশে ঘুরে, সাগর পার হয়ে বিশ বছরের পর স্বামী ঘরে ফিরে এলে কোন্ স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে এমন ব্যবহার করে?" এই কথা বলিয়া তিনি

ইউরিক্লিয়াকে বলিলেন, "যা ইউরিক্লিয়া যা আমাকে যেখানে হোক বিছানা করে দে, আমি শুইগে আমি ওঁর ঘরে যেতে চাইনে।" এতক্ষণে পেনেলোপী তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, কিন্তু যদি কোন দেবতা ছলনা করিয়া তাঁহাকে বিপদে ফেলিতে আসিয়া থাকেন এই ভয়ে তিনি একটী পরীক্ষা করিয়া স্বামীকে ঘরে লইবেন স্থির করিলেন। তিনি ইউরিক্লিয়াকে বলিলেন, "যা না ইউরিক্লিয়া ওঁর নিজের সেই খাটখানা—যে খানায় আমাদের বিয়ের পরে শুতুম, সেই খাটখানাই ঘর থেকে বার করে এনে দে।" সেই খাট কিন্তু নাড়িবার নহে—উঠানের মাঝে একটা সজীব জলপাই গাছের ডালপালা শুদ্ধ গুঁড়ির উপর ইউলিসিজ্ কৌশল করিয়া নিজে সেই খাট তৈয়ারী করিয়াছিলেন ও সেই শিকড়শুদ্ধ গাছের গোড়ার চারি ধারে পাথর গাঁথিয়া তাঁহার শয়ন ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পেনেলোপীর কথা শুনিয়া ইউলিসিজ্ বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি পাগলের মত কি বলছ? সে খাট বার করে আনবে কি? এমন লোক কে আছে যে সে খাট নাড়তে পারে?" এই কথা শুনিয়া পেনেলোপীর সকল সন্দেহ মিটিয়া গেল, সেই খাট যে স্থানান্তরিত করা যায় না সে কথা কেবল পেনেলোপা ও ইউলিসিজ্ই জানিতেন।

মিলন।

এইবার পেনেলোপীর চোখের জল দর দর ধারায় ঝরিতে লাগিল। তিনি ছুটিয়া আসিয়া ইউলিসিজের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি জ্ঞানী, আমি বুদ্ধিহীনা, আমাকে ক্ষমা কর। তোমাকে চিনেও আমি চিনিনি, আমার কেবলই মনে ভয় হচ্ছিল, বুঝি কোন দেবতা ছল করে এসেছেন।"

তাহার পর দুইজনে নিজ নিজ কথা বলিতে বলিতে কোথা দিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল তাহা তাঁহারা জানিতে পারিলেন না। ইউলিসিজের ভ্রমণ কাহিনী সমস্তই যাহাতে এক রাত্রিতে বলা হয়, সেই জন্য মিনার্ভাদেবী রাত্রিটাকে বড় করিয়া দিলেন!

বৃদ্ধ লেয়ার্টিজ্।

পরদিন প্রাতে ইউলিসিজ্ তাঁহার বৃদ্ধ পিতা লেয়ার্টিজের নিভৃত নিবাসে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলেন। বহুকাল অদর্শনের পর লেয়ার্টিজ্ও প্রথমে ইউলিসিজ্কে চিনিতে পারিলেন না। ইউলিসিজ্ তাঁহাকে পায়ের সেই ক্ষতচিহ্ন দেখাইলেন এবং ছেলেবেলা একদিন লেয়ার্টিজ্ তাঁহাকে কি কি ফলের কয়টী করিয়া গাছ দিয়াছিলেন সেই কথা বলাতে লেয়ার্টিজের সন্দেহ মিটিয়া গেল। বিশবৎসর বিচ্ছেদের পর প্রিয় পুত্রকে পাইয়া লেয়ার্টিজ্ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

যুদ্ধ শান্তি।

স্ত্রী পুত্র ও পিতার সহিত এই সুখের মিলনেও কিন্তু ইউলিসিজ্ শান্তি পাইলেন না। তিনি ইথাকার যে সব সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকদের বধ করিয়াছিলেন তাহাদের আত্মীয়েরা, অ্যাণ্টিনোয়াসের পিতা ইউপাইথিজ্‌কে দলপতি করিয়া, ইউলিসিজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিলেন। ইউলিসিজ্ ও টেলিমেকাস্‌কে, এমন কি বৃদ্ধ লেয়ার্টিজ্‌কেও তাহাদের বাধা দিবার জন্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইউলিসিজের হস্তে ইউপাইথিজ্ নিহত হইলে, ইউলিসিজের চির শুভাকাঙ্ক্ষিণী মিনার্ভাদেবী তাঁহার বন্ধু মেণ্টরের রূপ ধরিয়া আসিয়া ইউলিসিজ্‌কে বলিলেন, "ঘরে ঘরে—ভাইয়ে ভাইয়ে—যুদ্ধ কোরো না, জুপিটার রাগ করবেন্।" ইউলিসিজ্ আর যুদ্ধ করিলেন না। ইথাকায় আবার সুখ শান্তি ফিরিয়া আসিল।

শেষ কথা।

এখন তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে ইউলিসিজের এই সমুদ্রযাত্রা ও বিপদের কাহিনী কি সত্য, না উহা 'রচা কথা'—কবির কল্পনা মাত্র? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। পণ্ডিতেরা অনেক ভাঙ্গিয়াছেন—গড়িয়াছেন, কিন্তু এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই।

পরিশিষ্ট।

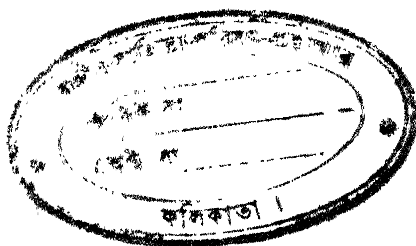
ব্যক্তি ও স্থানের নামেয় বর্ণানুক্রমিক তালিকা।

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
অডিসি	গ্রীসদেশের প্রাচীন মহাকাব্য	১
অলিম্পাস্ পর্ব্বত	গ্রীক্ দেবতাদের বাসস্থান	৪৬
আইডোমিনিউজ্	ক্রীট্ দ্বীপের রাজা ; ট্রয়যুদ্ধে গ্রীক্পক্ষের যোদ্ধা	৬৭
আইরাস্	ইথাকার একজন উদ্ধত ভিক্ষুক	৭৯
আইনো লিউকোথিয়া	সমুদ্রবাসিনী জলদেবী	৪৭
আর্গস	ইউলিসিজের বৃদ্ধ শিকারী কুকুর	৭৪
অ্যাকিলিজ্	ট্রয়যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বীর ; মার্ম্মিডন সৈন্যদের নেতা	৫
অ্যাগামেম্নন্	মাইসেনীর রাজা ; ট্রয়যুদ্ধে গ্রীক্দের প্রধান সেনাপতি	৩২
আণ্টিনোয়াস্	পেনেলোপীর পাণিপ্রার্থী যুবকদের নেতা	৭৫
অ্যাণ্টিক্লিয়া	ইউলিসিজের মাতা	৩
অ্যাপোলো	(গ্রীক্ নাম হিলিয়স্ হাইপিরিয়ন্) গ্রীকদের সূর্য্যদেব	৩৯
অ্যাম্ফিনোমাস্	পেনেলোপীর পাণিপ্রার্থী যুবকদের মধ্যে একজন	৯১
অ্যাযাক্স (বড়)	(গ্রীক নাম আয়াক্স) স্যালামিসের রাজা ; মহা যোদ্ধা	৮
অ্যাযাক্স (ছোট)	লোরিস্বাসী গ্রীক্ বীর। বর্শাক্ষেপণে সিদ্ধহস্ত	৮
অ্যারিটি	ফিয়েসিয়া দেশের রাণী	৫২
অ্যালসিনোয়াস্	ফিয়েসিয়া দেশের রাজা	৫২
ইইয়া	একটী দ্বীপ, মায়াবিনী সার্সির বাসস্থান	২৩
ইউলিসিজ্ (গ্রীক্ নাম ওডিসিউজ্)	ইথাকার রাজা ; অডিসি কাব্যের নায়ক	১
ইউমিয়াস্	ইউলিসিজের বিশ্বাসী শূকরপালক	৬৬
ইউরিক্লিয়া	ইউলিসিজের ধাত্রী	৮৩
ইউরিমেকাস্	পেনেলোপীর পাণিপ্রার্থী ইথাকার একজন ধনী যুবক	৭৭
ইউরিলোকাস্	ইউলিসিজের একজন আত্মীয় ও সঙ্গী	২৩

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
ইউরিয়েলাস্	ফিয়েসিয়া দেশের একজন যুবক	৫৫
ইউপাইথিজ্	অ্যাণ্টিনোয়াসের পিতা	৯৮
ইওলাস্	ইওলিয়া দ্বীপের রাজা ; ঝড় বাতাসের রক্ষক	১৯
ইথাকা দ্বীপ	ইউলিসিজের রাজ্য	৩
ইথিওপিয়া	আফ্রিকার গ্রীক্ নাম	৪৬
ইলিয়াড্	ট্রয়যুদ্ধের মহাকাব্য ; মহাকবি হোমারের রচিত	৩
ওসিয়েনাস্	পৃথিবী বেষ্টনকারী মহাসাগর ; গ্রীক্‌রা মহানদী বলিত	২৯
ওজাইজিয়া দ্বীপ	ক্যালিপ্সোদেবীর বাসস্থান	৪২
ক্লাইটেমিনস্ট্রা	অ্যাগামেম্‌ননের স্ত্রী	৩২
ক্যারিব্ডিজ্	(ইটালী ও সিসিলির মধ্যে) ঘূর্ণিজল ; রাক্ষসী	৩৮
ক্যালিপ্সো	ওজাইজিয়া দ্বীপের রাণী, অ্যাট্লাসের কন্যা, জলদেবী	৪২
কোসাইটাস্	পাতালের নদী	২৯
জুপিটার	(গ্রীক নাম জিউজ্) গ্রীকদের দেবরাজ ; বজ্রধর	১৬
ট্রয়	এসিয়ামাইনরের পশ্চিমতীরে প্রাচীন রাজ্য ও নগর	১
টাইরেসিয়াস্	থীবস্ দেশের অন্ধ ভবিষ্যৎবেত্তা	২৮
টিউসার	অ্যাগামেমননের ভ্রাতা ; শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ	৮
টেলিমেকাস্	ইউলিসিজের পুত্র	৪
টেনিসন্	ইংল্যাণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবি	১৪
ট্যাণ্টালাস্	লিডিয়ার রাজা ; মৃত্যুর পর বিষম তৃষ্ণার সাজা ভোগী	৩৩
ডায়োমিডিজ্	আর্গসের রাজপুত্র ; গ্রীক্‌দের একজন প্রধান বীর	৬
ডিউলিকিয়ান্	ইথাকার নিকটে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ	৮২
ডেমোডোকাস্	ফিয়েসিয়া দেশের রাজবাটীর অন্ধ গায়ক	৫৪
নসিকা	ফিয়েসিয়া দেশের রাজকুমারী	৪৮
নেপচুন্	(গ্রীক নাম পোসিডন্) গ্রীকদের বরুণ দেব	১৫
নেষ্টর্	পাইলসের রাজা	৬৫
পার্সি	মায়াবিনী সার্সি'র মাতা	২৩
পলিফিমাস্	একচক্ষু সাইক্লপস্ (দৈত্য) ; নেপচুনের পুত্র	১৫

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
পেনেলোপী	ইউলিসিজের স্ত্রী ; ইথাকার রাণী	৩
প্রায়াম্	ট্রয় দেশের রাজা	১
প্যারিস্	প্রায়ামের পুত্র ; ট্রয়দেশের রাজপুত্র	১
প্রোসেরপাইন্	জুপিটারের কন্যা ; প্রেতপুরীর রাণী	২৯
প্লুটো (গ্রীকনাম হেডিজ্)	পাতালে প্রেতপুরীর রাজা	২৯
প্যালামিডিজ্	গ্রীক যোদ্ধা ; মেনেলসের দূত	৪
ফাইলক্‌টেটিজ্	হার্কিউলিজের বন্ধু ; ট্রয়যুদ্ধে প্যারিসের বধকারী	৭
ফিমিয়াস্	ইউলিসিজের বাটীর গায়ক	৭৫
ফিলেইটিয়াস	ইউলিসিজের বিশ্বাসী রাখাল	৮৭
ভল্‌কান্	গ্রীক্ দেবতাদের কর্ম্মকার বিশ্বকর্ম্মা	৫২
মিনার্ভা (গ্রীক নাম প্যালাস্ এথেনী)	রণদেবী ও জ্ঞানদেবী	৬
মার্কারি (গ্রীক নাম হার্মিজ)	দেবতাদের দূত	২৫
মেণ্টর্	ইউলিসিজের বন্ধু ও টেলিমেকাসের অভিভাবক	৬৪
মেলান্থাস্	ইউলিসিজের বিশ্বাসঘাতক ছাগপালক	৭২
মেনেলস্	স্পার্টার রাজা ; হেলেনের স্বামী	১
মোলী	দেব লোকের গাছড়া ; মন্ত্রৌষধি	২৫
রিসাস্	থ্রেস দেশের সেনাপতি ; ট্রোজান পক্ষের যোদ্ধা	৬
লেয়ার্টিজ্	ইউলিসিজের পিতা	৩
লাইকোমিডিজ্	সাইরসের রাজা	৫
লিউকোথিয়া (আইনো)	জলদেবী	৪৭
লিষ্ট্রিগণ (বা লিষ্ট্রিগোনিয়ান্)	লিষ্ট্রিগোনীয়া দেশের লোক	২১
সিকন্ (বা সিকোনিজ্)	থ্রেসদেশের উপকূলে সিকন্ দেশের লোক	২১
সাইক্লপস্	দীর্ঘকায় নরমাংসভোজী জাতি ; একচক্ষু দৈত্য	১৪
সার্সি	ইইয়া দ্বীপের মায়াবিনী ; সূর্য্যের কন্যা	২৩
সিমেরিয়ান্	অন্ধকারময় সিমেরিয়া দেশের লোক।	২৯
সিসাইফাস্	করিন্থের ধূর্ত্তরাজা ; প্রেতলোকে কঠিন সাজাভোগী	৩৪
সিসিলি	ইটালীর দক্ষিণে একটী দ্বীপ	২৯

নাম	পরিচয়	পৃষ্ঠা
সাইরেন্	তিন জন সুকণ্ঠী মায়াবিনী	৩৫
সিম্লিগেডিজ্	সমুদ্রে ভাসমান সচল পাহাড়	৩৮
সিলা	(ইটালী ও সিসিলির মধ্যে) সমুদ্রগর্ভস্থ পাহাড়, রাক্ষসী	৩৮
ষ্টীক্‌স্	পাতালের নদী	২৯
হার্কিউলিজ্	গ্রীসের পৌরাণিক বীর	৭
হেডিজ্	(ল্যাটিন নাম প্লুটো) পাতালের দেবতা	২৯
হেলেন (বা হেলেনা)	স্পার্টার রাণী, মেনেলসের স্ত্রী, ভুবনমোহিনী রূপসী	১
হোমার	গ্রীসদেশের আদি কবি ; "ইলিয়াড্" ও "অডিসি"র রচয়িতা	২



নবকৃষ্ণ বাবুর অন্যান্য পুস্তক।

যন্ত্রস্থ

ইলিয়াডের গল্প।

(সচিত্র)

অডিসির গল্পের পূর্ব্বভাগ।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের কবিগুরু হোমারের অতুলনীয় মহাকাব্যের চিরনূতন কাহিনী। বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই চিত্তাকর্ষক। পাঠ করিতে বসিলে শেষ না করিয়া উঠিতে পারিবেন না। মূল্য ॥০ আনা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

তর্পণ।

(সচিত্র সনেট সপ্ততি)

পরলোকগত মহাজনগণের স্মৃতিপূজা।

যাঁহারা ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বিদ্যায়, প্রতিভায় অথবা বাণীর সেবায়
বঙ্গদেশকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিকৃতি
সমেত স্মৃতিপূজাত্মক এক একটী উজ্জ্বল
সনেট। ৪৫ জন স্মরণীয় ব্যক্তির
হাফটোন চিত্র আছে।
মূল্য ॥০ আনা।

বঙ্গগৌরব

প্যারীচরণ সরকার।

সচিত্র জীবনচরিত। মূল্য ১।০ মাত্র।

প্রাইজ ও উপহার দিবার উপযোগী। শিক্ষাবিভাগের নির্ব্বাচিত।

বেঙ্গলী, অমৃতবাজার, ইণ্ডিয়ান মিরার, ন্যাশন্যাল ম্যাগাজিন, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, এডুকেশন গেজেট, প্রবাসী, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি প্রধান প্রধান সংবাদ ও মাসিকপত্রে এবং বহু সাহিত্যরথী ও সমালোচক কর্ত্তৃক বিশেষভাবে প্রশংসিত।

সার্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"এই গ্রন্থখানি বঙ্গসাহিত্যের জীবনচরিত বিভাগের একটী অভাব পূরণ করিল।"

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেন—"এর সবটুকুই ভাল, পবিত্র, শ্রদ্ধেয়।"

রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বলেন—"পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছি। গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্যবিষয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে ও রচনারও বেশ পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।"

এই পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ যন্ত্রস্থ।